





বাঙালি জাতির ইতিহাস নানামাত্রিক ঐতিহাসিক তাৎপর্যে ভরপুর। বাঙালি জাতিকে তার ঐতিহাসিক অগ্রযাত্রায় পাড়ি দিতে হয়েছে দীর্ঘ পথ। এই দীর্ঘ ও ঘটনাবহুল পথযাত্রার ইতিহাসই আমাদের জাতীয় ইতিহাস। এ ইতিহাসের পরতে পরতে জড়িয়ে আছে সংগ্রাম, ত্যাগ, আত্রদান এবং আত্মর্যাদা রক্ষার নানা গৌরব গাথা। এই গাথার গায়ে অন্যতম জ্বলজ্বলে হীরকখণ্ডটি হলো আমাদের ভাষার মর্যাদা রক্ষার লড়াই।

শ্বাধীনতার আকাজ্জ্যা মানুষের সহজাত, তবে তার ভাষাকে দমিত রাখতে পারলে, সে আকাজ্জ্যার মৃত্যু ঘটে। আমাদের জাতীয় নেতৃত্ব তাঁদের দূরদর্শিতা দিয়ে বিষয়টি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। আর তারই ধারাবাহিকতায় বায়ানর ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত হয়েছিল এক মহাকাব্যিক বয়ান- ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ।

<mark>আমাদের স্বাধীন</mark>তা স<mark>ংগ্রামে</mark>র চ<mark>ূড়ান্ত লক্ষ্য</mark> ছিল শোষণ, বঞ্চনা এবং <mark>বৈষম্যহীন একটি</mark> সমা<mark>জ বিনির্মাণ। সে পথে</mark> গত পঞ্চাশ বছরে আমাদের <mark>অর্জন কম নয়। য</mark>দিও <mark>এটা</mark> হলফ <mark>করে ব</mark>লা মুশকিল, যে অভীষ্ট লক্ষ্যের <mark>দিকে</mark> আ<mark>মাদের ম</mark>হান মুক্তিযোদ্ধা<mark>রা যাত্রা</mark> শুরু করেছিলেন, তার সবটুকু <mark>আমরা অর্জন কর</mark>তে পেরেছি কিনা। তবে, আমাদের জাতির আজকের পরিচয়, বিশ্বের জাতিসমূহের মধ্যে নানা অর্থেই গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশিষ্ট। প্রেসিডেন্সি ইন্ট্যারন্যাশনাল ফ্রুল বিশ্বাস করে, একটি অসাধারণ জাতি গঠনের জন্য শিক্ষা হলো একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। তরুণ শিক্ষার্থীদের মানস গঠনে যদি জাতির কৃষ্টি, কালচার, ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা যুক্ত হয়, তবে একদল এমন উদ্যমী, উদ্যোগী এবং ভিশনারী প্রজন্ম তৈরি করা সম্ভব, যারা জাতির ভাগ্য আমল পাল্টে দিতে সক্ষম হবে। সে লক্ষ্যকে উপলক্ষ করেই প্রেসিডেন্সি ফিজিক্স অলিম্পিয়াড, এস্ট্রোফিজিক্স অলিম্পিয়াড, বিজনেস ফেয়ারসহ নানা অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে, যা আমাদের শিক্ষার্থীদেরকে আগামীর যোগ্য নেতা হিসেবে গড়ে তুলবে। বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, ডিউক ট্রিপ, শিক্ষা সফরের মত নিয়মিত আয়োজনগুলি শীক্ষার্থীদের চিত্তকে কতভাবেই না সম্প্রসারিত করছে ! নিয়মিত এসব ধারাবাহিকতা আমাদের শিক্ষার্থীদেরকে পরিচিত করাচ্ছে প্রকৃতি, পরিবেশ এবং মানুষের সামাজিক নানা সংগঠনের সাথে। এবারের ডেইলি স্টার এওয়ার্ডে প্রেসিডেন্সির শিক্ষার্থীদের অসাধারণ সাফল্য, ও লেভেল এবং এ লেভেল পরীক্ষায় ইংরেজি, এনভাইরনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট, বিজনেস এবং বাংলাদেশ স্টাডিজ বিষয়ে আমাদের শিক্ষার্থীদের কান্দ্রি হাইয়েস্ট মার্ক

এবং এ লেভেলে সর্বাধিক \mathbf{A}^* অর্জন আমাদেরকে উন্নত এবং সমৃদ্ধ বাংলাদেশের ম্বপ্ন দেখায়।

মাটির সাথে ছাত্রছাত্রীদের সংযোগ রাখা, তাদেরকে শেকড়াতিমূখী করা এবং সমাজে যারা নিরাশ্রয়, অসহায় তাদের জন্যে ভাবা-এমন সব চিন্তা তাদের অনুভবজুড়ে যেন সর্বদা ক্রিয়াশীল থাকে, তার জন্য ভিলেজ এটাচমেন্ট প্রোগ্রামের আয়োজন, যেখানে শিক্ষার্থীরা নিজ হাতে কৃষিকাজ, প্রাথমিক শিক্ষা এবং সামাজিক কার্যক্রমের অংশী হয়েছে।

প্রেসিডেন্সি বিশ্বাস করে, একদল সত্যিকারের অনুভবী মানুষ এবং নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক একটি দেশের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধন করতে সক্ষম।

সম্পাদক মন্ডলীর সদস্যবৃন্দ

উপদেষ্টা	:	লে. কর্নেল (অব.) মোঃ জিয়াউদ্দিন আহমেদ; বীর উত্তম
প্রধান সম্পাদক	:	ফিরোজ আহম্মদ
সম্পাদক মন্ডলী	:	ই ইউ এম ইনতেখাব, মুহাম্মদ জসিম উদ্দিন
কার্যনির্বাহী সম্পাদক	:	মোঃ সরওয়ার কামাল
সহযোগী সম্পাদক	:	সালমা আকতার
		জেসমিন ফাতেমা
		মুহাম্মদ হারুনুর রশীদ
		ত্যাণ সেন
		নুরুল আনোয়ার হোসাইন
		কেমেলী মোন্তফা
		জান্নাতুল মাওয়া
গ্রাফিক্স	:	শিল্পী দূর্জয় প্রসাদ দাশ
		শিল্পী আরব মিয়া
		প্রেসিডেন্সি ক্রিয়েটিভ ক্যাফে
ছাত্র প্রতিনিধি	:	উমায়যা নেওয়াজ, আহনাফ রিশান, আরশান মুরাদ,
		মেহজাবিন সাঈদ জুনাইরা, নামির আহমেদ চৌধুরী,
		মারজান মাওয়া, মাহ্দিন ফাইরুজ, ফাওজান নূর আলম,
		আয়ান রহমান, ইবতিদা মাহমুদ, মোহাম্মদ শাফি আল
		নাহিয়ান, অশ্মি মহাজন, ফারিশতা হক, ঈমান উল হক,
		আহমেদ সামি ইয়াসার, সুমেরা তাজরিন হাসান, নওশীন
		নাওয়ার চৌধুরী, আনাস মোঃ আলী আল মাদানি, নাহিয়ান
		আফরোজ, আরিব নুর ফারুকি,
প্রকাশক	:	মোঃ জসীম উদ্দিন

হেড অব এ্যাডমিনিস্টেশন



1. একুশের সাথে আগামীর পথে প্রেসিডেন্সি	04
2. Annual Sports	05-10
3. A Stellar Gathering	11
4.14th Bangladesh Physics Olympiad Chattogram Regional Round	12-14
5. Unveiling the Future: Student's Innovation Shines at Business Fair	15-16
6. The Queen's Commonwealth Essay writing Competition 2023	17
7. 'Illuminating Excellence: Celebrating The 23rd Daily Star HSBC O&A Level Awards'	18-19
8. Excellence in 2023	20
9. Presidency Museum of Culture, Tradition& Heritage	21
10. The Duke of Edinburgh Gold Trip	22-24
11. Students attached to the Earth	25
12. Duke of Edinburgh Silver Trip	26-29
13. Industrial Tour 2024	30
14. Hail the exploration of Presidency Middle School	31-32
15. Presidency Alumni	33
16. Presidency Coding Club	33
17. Salvador Dali`	34-35
18. Echoes of Home- A Palestinian Girl's Journey Through Loss and Resilience	36
19. Book Review	37
20. Stamps Scholarship	38-39
21. Sports Icon	40
22. Physics & Maths Olympiad National Round/Adventures Await	41
23. Film Review	42
24. Experiencing a "Shironamhin" Concert	43
25. Artificial Intelligence and the Future	44
26. A Trip to Sweden	45
27. Flying for the first Time	46
28.How I Solved my First Rubik's Cube	46
29. চড়ুইভাতি	47
30. জয় নয়, অংশগ্রহণই বড় কথা	47
২০. গম শম, অংশদেশের মহ কথা 31. ক্রীড়া দিবস	47
32. যদি একদিন আলাউদ্দিনের চেরাগ পেতাম	48
32. যদি আজ আদুভাই বেঁচে থাকতেন	40
২০১. যাগ আজ আগুভাখ থেতে যাকতেন 34. জোনাস ও মালি	49
35. প্রবালের রাজ্য	49 50
36. লাল ঘোড়া আমি	50
37. थिय नवी	51
38. ২১ শে ফেব্রুয়ারি	52
39. শীতের ছড়া	52
40. পড়ার আনন্দ	52
41. উদ্দৃত্ত পাখি, দুৱন্ত মন	52
42. বাংলা আমার	52
	53
43. আমার বাংলা ভাষা 44. মিটাই মনের আশা	53
	55
45. Exciting Day Out	
46. Spot the Difference 47. Craft is east to do!	57 58
	58
48. Did you Know	
49. We Know Crafting	59
50. Prize Giving Ceremony of Art Competition	60
51. My First Ramadan	60
52. Inauguration of Teachers', Officers' & Staff's Tournament 2024	61
53. Teacher	61
54. The Time Alice Saw a Ghost	61
55. My Bangkok Trip	62
56. Home Alone	62
57. Cox's Bazar Tour	62
58. স্মৃতির একুশ	63
59. আমরি বাংলা ভাষা ৫০ - উন্দিন্দি বিশেষ ব	63
60. ছুটির দিন ব	63
61. অমর একুশে	64
62. Science is Fun!	65
63. Birthday Page	66-68



একুন্দের সাগে আগামীর পথে প্লেসিডেন্সি...

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২৪ উদ্যাপন

বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে যারা বুকের তাজা রক্ত বিলিয়ে দিয়েছিল, তারাই আমাদের ভাষা শহিদ। তাদের স্মৃতিকে অম্লান করে রাখতে দেশে নির্মিত হয়েছিল শহিদ মিনার। সেই শহিদদের প্রতি সম্মান জানিয়ে প্রেসিডেন্সি ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হলো মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২৪। প্রভাত-ফেরি শেষে মিডল ক্ষুলন্থ শহিদ মিনারে পুষ্পন্তবক অর্পণ করেন ক্ষুল পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান জনাব আশরাফুল হক খান স্বপন, সদস্য সচিব জনাব মোঃ গোলজার আলম আলমগীর, প্রেসিডেন্সি এডুকেশনের রেক্টর ড. ইমাম হাসান রেজা ও স্কুল উপাধ্যক্ষবৃন্দ। এছাড়াও শহিদ মিনারে পুষ্পন্তবক অর্পণ করেন, স্কুল পরিচালনা পর্ষদের অন্যান্য পরিচালকবৃন্দ, শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দ, রেড ক্রিসেন্ট ও ক্ষাউট সদস্যবৃন্দ। শ্রদ্ধা নিবদেন শেষে প্রেসিডেন্সি এডুকেশনের রেক্টর, ড. ইমাম হাসান রেজার সভাপতিত্বে শহিদ দিবসের তাৎপর্য ব্যক্ত করে বক্তব্য রাখেন, স্কুল পরিচালনা পর্যদের চেয়ারম্যান জনাব আশরাফুল হক খান স্বপন। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে তৃতীয় থেকে দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মধ্যে সুন্দর হাতের লেখা, কবিতা আবৃত্তি ও রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। সবশেষে, রেক্টর ড. ইমাম হাসান রেজার সমাপনী বক্তব্যে উঠে আসে ভাষা শহিদদের আত্মদানের তাৎপর্যপূর্ণ ইতিহাস, যে ইতিহাস ছিল বাঙালির একমাত্র অনুপ্রেরণার পাথেয়, স্বাধীনতার মূলমন্ত্র।



প্রতিবেদক: মুহাম্মদ মুসলিম উদ্দীন (মামুন মুনতাসির)

Annual Sports

Daring Deeds and Joyful Jumps-off Concludes in Splendour







Chairman, Presidency Academic Management and Rector, Presidency Education handing over a crest to the Chief Guest, hon'ble Mayor, Chattogram City Corporation, Md. Rezaul Karim Chowdhury

The Bandar Stadium pulsed with boundless sports zeal and electrifying athletic prowess as Presidency International School kicked off its Annual Sports Day on 19th January, 2024. From daring sprints to joyous leaps, more than one thousand athletes from Senior, Middle, & Junior Schools under four Houses stunned the audiences with fierce competition, unwavering sportsmanship, and infectious smiles.

The Chief Guest, hon'ble Mayor, Chattogram City Corporation, Md. Rezaul Karim Chowdhury, along with the Chairman, School Academic Management, Mr. Ashraful Haque Khan Swapan, Rector, Presidency Education, Dr. Imam Hasan Reza, Member Secretary, Mr. Gulzar Alam Alamgir and Vice Principals of three schools inaugurated the programme flying colourful balloons.

In his inaugural speech, the Chief Guest paid tribute to the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, with due homage along with all the freedom fighters. He opined that there is no alternative to inculcating patriotism among the new generations in building a prosperous nation and advised the students to participate in sports and cultural activities regularly. Addressing the parents, he said giving their children quality time and participating in sports and cultural activities instead of solely focusing on studies is equally important.

Sparkling with medals and thunderous applause, Presidency's Annual Sports Gala reached its triumphant Finale! The two-day long programme ended with a prize-giving ceremony on 20th January, 2024 in which the Chairman, School Academic Management Committee, Mr. Ashraful Haque Khan Swapan, Member Secretary, Mr. Md. Gulzar Alam Alamgir, Rector, Presidency Education Dr. Imam Hasan Reza and Vice Principals of Senior, Middle and Junior Schools distributed the prizes among the winners of the different events.

Tayebin Tarik (Class X) and Sarah Imran (Class IX) were adjudged Champions among boys and girls; the house 'Eagle', by getting maximum points, achieved the glory of being the 'School Champion'.

The spontaneous presence of the school's academic management members, school leaders, proud guardians, and dedicated teachers made the event sparkling.

Reported by Sarwar Kamal, Dept.of English



Spirited athletes taking flight





Young athletes of Presidency (Junior School) enthusiastically touching their victory marks

Eager athletes from Junior School tackling the intricate challenge with their athletic prowess





Presidency March-past Team receiving the Chief Guest



Joyful girls find their rhythm with skipping ropes



Spirited athlete surpassing the height



Who will be the winner



Winners of Middle School showing their medals and victory signs



Winning athletes posing smilingly on the Victory Stand



Faces with broad smiles showing victory signs while posing with their mentors



Athletes posing with their winning trophy with the senior leaders of Presidency



National Round Winners with the Chief Guest Professor Anjan Kumar Nandy, Principal (Ex), Govt. Hazi Mohammad Mohsin College

A Stellar Gathering

Karabi Gupta Convenor, Astronomy Olympiad Chattogram Divisional Round

Chattogram Divisional Round of Bangladesh Olympiad on Astronomy and Astrophysics (BDOAA) 2024, hosted by Presidency International School, Chattogram, brought together a galaxy of bright minds, fostering a vibrant atmosphere of intellectual discovery and celestial exploration. The competition aimed to ignite students' passion for astronomy and astrophysics while nurturing their scientific curiosity and problemsolving skills.

The competition presented a challenging array of theoretical and practical problems encompassing celestial objects, stellar evolution, cosmology, and astrobiology.

Participants were divided into appropriate categories based on age (Junior- below 15 and Senior- above 15) and engaged in rigorous tasks while showcasing their analytical prowess and ability to apply astronomical principles to real-world scenarios.

The revered chief guest, Professor Anjan Kumar Nandy, former Principal of Govt. Hazi Mohammad Mohsin College inaugurated the Olympiad on March 1, 2024, in the middle school grounds of Presidency International School. The ceremony commenced with an opening speech by Md. Jashim Uddin, Vice Principal, Middle School, highlighting the significance of astronomy in expanding our understanding of the



Professor Anjan Kumar Nandy

Olympiads in nurturing future scientific leaders.

Many students from various institutions Chattogram Division across the in the competition. participated Candidates even poured in from Rawzan and Cox's Bazar to demonstrate their profound knowledge and enthusiasm for astronomy. There were ten winners and ten honourable mentions from the Junior Category and 15 winners and seven honourable mentions from the Senior Category. All of them were awarded certificates and medals The winners and the honourable mentions will represent Chattogram at the National BDOAA Finals in Dhaka.

The ceremony culminated in the award distribution, acknowledging the winners' well-deserved success. Three national and international winners from previous rounds shared their experiences with the candidates to let

them know how the Olympiad has changed their lives and worldviews. Ultimately, for its unwavering commitment and contribution to knowledge, Presidency International School was awarded as the Best Organiser, Regional Round, 7th Bangladesh Olympiad on Astronomy and Astrophysics 2024 by the central committee of BDOAA.

The BDOAA 2024 at Presidency International School was a transformative experience, igniting a passion for astronomy among young minds. The event challenged and inspired the participants and served as a testament to the school's unwavering commitment to fostering scientific exploration and nurturing the future generation of astronomers who will one day unravel the mysteries of the cosmos.



Chief Guest, Dr. Mohammad Kaykobad addressing while inaugurating the 14th Bangladesh Physics Olympiad Chattogram Regional Round

A physics enthusiast asking question to fulfil his curiosity

14th Bangladesh Physics Olympiad Chattogram Regional Round Held at Presidency

Jakia Khanom Science Coordinator & Convenor

Physics Olympiad is more than just a competition; it's a strategic initiative aimed at engaging deeply with the STEM students disciplines-Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Through stimulating interest in STEM and encouraging the development of critical thinking and problem-solving skills, the Olympiad plays a vital role in guiding participants towards meaningful educational and career paths in science. The philosophy underpinning this event centres around the belief that the progress of society is closely tied to our collective scientific literacy and innovation capacity.

The 14th Bangladesh Physics Olympiad, particularly its Chattogram Regional Round, is pivotal in nurturing and spotlighting the next generation's physics leaders. Such contests are inherently designed with dual objectives: firstly, to scout and cultivate gifted individuals by offering them opportunities for skill enhancement, and secondly, to kindle and maintain their interest in science, leading to prolonged engagement with the subject.

Presidency International School has been hosting and co-organising the Chattogram Regional Round of the Bangladesh Physics Olympiad since its inception. To promote academic excellence, motivate future STEM leaders, and advance scientific advancement in the country, the 14th Bangladesh Physics Olympiad Chattogram Regional Round was held on Saturday, February 3rd, 2024, at the Middle School grounds, hosted by Presidency International School. Presided over by Dr. Imam Hasan Reza, Rector, Presidency Education, the inaugural programme was graced by distinguished Professor Dr. Mohammad Kaykobad, Dept. of CSE, BRAC University, Professor (Ex), CSE, BUET, as the chief guest, and Fayez Ahmed Jahangir Masud, General Secretary, Bangladesh Physics Olympiad, as the special guest, in the presence of Mr. Ashraful Hague Khan Swapan, Chairman, School Academic Management, Mr. Md. Gulzar Alam Alamgir, Member Secretary, Vice Principals, Director (RCD), (CPD), revered professors of Chittagong University, CUET, teachers, visitors and guardians.

The competition featured a challenging set of theoretical and practical tasks, spanning topics such as Classical Mechanics, Electromagnetism, Thermodynamics, and Quantum Physics. Contestants engaged in rigorous problem-solving, demonstrating their analytical skills and proficiency in applying theoretical knowledge to real-world scenarios.



Grand Inauguration of the 14th Bangladesh Physics Olympiad Chattogram Regional Round at Presidency

Around 500 students from different institutions participated in the Chattogram Regional Round. The participants were divided into four groups: Participants of Category A & Category C took their examinations in Middle School; on the other hand, Category B and Category D were in Senior School. Participants joined the rally just after finishing the examination. Following the rally, the esteemed Chief Guest, Professor Dr. Mohammad Kaykobad, inaugurated the gala by flying colourful balloons.

Professor Dr. Kaykobad's insightful remarks during the event motivated the participants and highlighted the significance of physics in shaping our understanding of the universe. In his inaugural speech, the chief guest said, "You have come to participate in the Physics Olympiad with difficulty; thank you very much and best wishes. Usually, students get excited and nervous when they come to the Physics Olympiad. But don't be afraid. Fear must be overcome. If you love physics, you can develop the country." Investing in science Olympiads and education was another point he emphasised as necessary to develop a nationally competent workforce. He praised Presidency's efforts in planning the event flawlessly, describing it as a pivotal contribution to the nation's development. Praising the students' enthusiasm for physics, Dr. Imam Hasan Reza said, "Physics Olympiad has created a wonderful opportunity for you. You can think of the basic ideas of science from the physics perspective."

A thought-provoking question-answer session with the chief guest in the illustrious presence of prominent business personality Alhaj Sufi Mizanur Rahman, Chairman, PHP Group, allowed inquisitive young minds to engage in discussions and deepen their understanding of scientific concepts. During the session, the students burst out with questions-"What does the Milky Way Galaxy revolve around? How does light have momentum if it has no mass? What is the multiverse? Is time different for each universe? How does mass become energy?





Rector of Presidency Education, Dr Imam Hasan Reza, handing over a crest to Alhahj Sufi Mizanur Rahman, Chairman, PHP Family

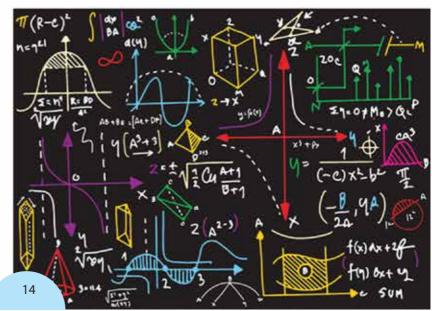
Where is the universe losing mass? How is the speed of light always the same? The atmosphere was enthusiastic as participants demonstrated their analytical and critical thinking skills.

The audience delightedly enjoyed the marvellous cultural programme. Mr. Nurul Kabir, Director (RCD) and Member of the Central Committee of the BDPhO, handed over a memento to the General Secretary of Bangladesh Physics Olympiad Committee, Fayez Ahmed Jahangir Masud, on behalf of the Presidency during the distribution of results and prizes.

Twenty students were declared winners in Category A, 30 students in Category B, 45 students in Category C, and 30 students in Category D. Apart from this, 16 students in Category A, 22 students in Category B, 30 students in Category C, and 19 students in Category D were given honourable mention awards. The regional round winners will compete in the national round at American International University Bangladesh in Dhaka.

The closing ceremony recognised outstanding achievements, with top-performing individuals and teams receiving accolades for their exceptional performance. In the end, the winners' outstanding performances were praised, paving the way for the national competition. With Dr. Kaykobad as the chief guest, the Physics Olympiad at Presidency International School created a lasting impression by encouraging the participants' passion for science and physics.

Overall, the regional round of the Physics Olympiad at Presidency International School provided a stimulating environment for participants to explore the fascinating world of physics, challenging them to push their boundaries and inspiring a new generation of physicists to reach for the stars.





Innovative entrepreneurs with their crests seen with the chief guest, Mr Mohammed Zahirul Islam, Managing Director, PHP Ship Breaking and Recycling Ltd.

Unveiling the Future: Student's Innovations Shine at Business Fair Md. Humayun Rashid Convenor, Business Fair'24

In an era of rapid change and technological advancement, fostering student's innovation has become increasingly vital. In the vast tapestry of a rapidly evolving world, events like the Business Fair serve as catalysts for inspiring innovation and shaping future entrepreneurs. It is an excellent platform for nurturing entrepreneurial spirit and encouraging creative thinking. It not only allows students to put their theoretical knowledge from the classroom into practice but also offers a hands-on learning experience beyond textbooks, allowing students to explore entrepreneurship, marketing, finance, and teamwork in a real-world context. Furthermore, by promoting critical skills such as problem-solving, communication, and collaboration, which are essential for success in today's competitive landscape, business fairs help aspiring entrepreneurs become more prepared and competent for their respective businesses.

Presidency International School values its motto, 'Every Child Matters,' which is demonstrated through its dedicated efforts. Presidency's unwavering commitment to improving its students' creative nourishment was recently echoed through its hallowed hallway at the annual Business Fair, held on February 19, 2024, in a dynamic display of creativity and entrepreneurship. Senior School Commerce Students presented their creative business concepts, showcasing their inventiveness and business savvy. The fair encouraged entrepreneurial spirit and fostered collaboration, critical thinking, and problem-solving skills among the participants. After conceptualising their ideas, students worked hard to develop and implement them. They conducted market research to understand consumer preferences and competitors' actions and crafted business plans outlining their strategies for growth and profitability. They prototyped their products or services to solicit feedback from peers and mentors.

Presided over by Rector, Presidency Education, Dr. Imam Hasan Reza, the fair was inaugurated by the distinguished Chief Guest, Mr. Mohammed Zahirul Islam, Managing Director, PHP Ship Breaking and Recycling Industries Ltd, Chattogram. In his inspiring address, Mr. Islam commended the school's visionary initiative and praised the young entrepreneurs for their groundbreaking ideas. He emphasised the importance of unwavering dedication and highlighted that true development flourishes under the guidance of integrity and honesty. He likened success to a marathon, emphasising that hard work and perseverance are the cornerstones of achieving their goals. His words resonated with the students, urging them to dream big and chase their ambitions relentlessly.

Dr. Imam Hasan Reza, Rector, Presidency Education, remarked, "The Business Fair is not just about showcasing products; it's about nurturing the



Revered Judges inspecting the Projects of the Presidency Business Fair-2024

entrepreneurial mindset. It's about teaching our students to think critically, solve problems creatively, and turn their ideas into reality."

Mr. Nandan Mitra, Director (CPD), focused more on practical learning with a mixture of classroom learning and idea generation, illustrating examples of KFC owner and Zack Ma from Ali Baba and inspiring the participants to follow their chain of thinking with maximum effort and stern dedication.

Mr. Ashraful Haque Khan Swapan, Chairman, School Academic Management; Mr. Tariq Raihan, Assistant Professor, Department of Management, Chittagong University; Mr. Mishu Barua, Associate Professor, Department of Management, Government Commerce College; Mr. E U M Intekhab, Vice Principal, Senior School; and Mr. Humayun Rashid, Convenor of Business Fair 2024, were among the speakers who inspired the audience with inspiring tales of successful business leaders, highlighting the importance of ideas, dreams, and action. They encouraged the students to transform their dreams into reality by translating them into tangible actions. They instilled the importance of considering societal needs within business ventures, promoting profitability and social good.

Following the inauguration, the fairgrounds

transformed into a hive of activity as parents and visitors thronged the stalls, brimming with curiosity and enthusiasm. The fair showcased an impressive array of 22 diverse projects, each brimming with innovation and entrepreneurial spirit, judged by a panel of experts from Chittagong University, Premier University, and Government Commerce College.

From sustainable products to tech start-ups, class IX students participated in developing and presenting their business concepts. One standout project was Eco-fibre, conceived by two aspiring young entrepreneurs, Huzaifa Abrar Ahmed and Areeb Noor Farooqui, from A level. Their idea revolved around converting banana tree waste into eco-friendly

sanitary pads at a lower cost to consumers, intending to assist people in rural and sub-urban areas who lack access to proper sanitation. They developed a comprehensive business model through meticulous research and planning, including marketing strategies, financial projections, and operational plans.

Another notable venture was Honeycomb Daycare, spearheaded by Rumaysa Binte Sajed, Safa Jafar and Kasid Shikdre, students from class X, Turag Section, passionate about the baby daycare industry, which is a growing need for working parents. Their innovative solution aimed to empower working parents with the most valuable daycare service for their infants, toddlers and preteens. It offers a unique approach to encouraging children to thrive, enriching lives and strengthening society through fostering community bonds. Focusing keenly on user experience and market demand, they garnered significant interest from peers and judges.

The fair also featured interactive presentations, where students demonstrated prototypes, conducted market surveys, and engaged visitors in discussions about their projects. This hands-on approach enhanced their presentation skills and provided invaluable feedback for refining their business concepts.

In conclusion, this year's business fair of Presidency served as a testament to the transformative power of fostering innovation among students. Through active involvement in developing innovative business ideas, students honed their entrepreneurial skills and cultivated a mindset of creativity, resilience, and lifelong learning. They will carry the invaluable lessons and experiences gained from this enriching endeavour as they continue their academic journey and beyond.





Information: Full Name: Mohammad Shafi Al Nahiyan Date of birth: 23/1/2009 No of chosen topic: 3 Title of chosen topic: You have been stranded on a planet where everyone is 18 or under. Journal your experience Email address: giasjewel95@gmail.com Total amount of words written: 750

Category: Junior Gold Award Winner April 10, 2123

My name is Nahiyan. I am the captain of the first expedition to Kepler-442b. 100 men and women including myself embarked on this journey on 23rd January. Our ship's hull got damaged in a meteor shower on the way. Our ion-fusion engines and communication systems sustained heavy damage. Thankfully, by the grace of God, we were near the planet when this occurred, I steered the ship directly towards the planet and turned on auxiliary systems. I managed to crash land the ship onto the surface of Kepler-442b, saving the lives of 100 souls onboard. I rounded everyone up from their stations and did a head-count, ensuring that everyone at least had all their limbs. Everyone was alive. We assessed the extent of the damage and found out that the ship's engines and communication systems were beyond repair. We had enough equipment and materials to last us years but we did not have any equipment for repairs as they were destroyed in the meteor shower. We were

stranded on this godforsaken planet without any chance of outside help. My thoughts immediately went to my family with whom I exchanged tearful farewells before embarking on this cursed expedition. I wanted to cry, but I did not. We were trained for this mission for five years and I'd be damned before I let anyone die. Some of my crewmates started to cry, thinking of their families. I saw this and stood on a box nearby and gave a somewhat inspirational speech detailing how we must band together and not lose hope so that we can pass this accursed time. Everyone got galvanized. I rounded them up and had everyone do an inventory of the ship's equipment and material. After that was done, I told everyone to get some sleep and we would start working on solving our dilemma tomorrow.

April 11, 2123

Everyone got up and we disembarked from the ship and took in our surroundings. This planet was so much like earth that it was unnerving. There were colourful birds soaring in the skies. There were trees all around us. Creatures highly resembling cattle were grazing nearby on the grass, all of them had different colours of skin such as blue, black, green, red. The plant life around us was ethereal, full of vibrant colours such as white, yellow, blue, red, green, pink etc. The grass was green and the soil was brown. There were large greenish lakes within a few kilometres. We investigated the lakes which were full of piranha-like fish. The most unusual factor was that we did not see any beast of prev except for those fishes. The sky was as blue as the sky back home. After that, we got to work on solving our tribulations as to how we would live on this planet.

April 12, 2123

We started cutting down numerous trees for lumber. No one complained about the work as our trainers chose people who did not mind toiling for hours at a time. I am lucky to have such crewmates. We used equipment from the ship to make multiple cabins and other useful structures. We had a watchtower built 5 kilometres away to survey and monitor the land.

April 22, 2123

This entry is written ten days later as I could not find enough time. Everyone built medbays, latrines, watchtowers, social facilities, mess halls, living guarters etc. A wall was also built around our camp ten kilometers away. Surprisingly, everyone was in mellow spirits as they looked forward to starting new lives on Kepler-442b. We even started to farm animals at an enclosure in the camp. The only fauna we so far discovered on this planet are cattle, birds, and fish. The animals are delectable and their innards are just like earth animals but the difference is that it is all green. This planet is peaceful and so far relatively unpolluted. The problem with this planet is that every variety of fish found is dangerous. I look forward to starting a new life on this planet regardless of the initial thoughts and feelings I had towards it. Everyone is working together and there is no sign of discontent. End of captain's log.

"ILLUMINATING EXCELLENCE: CELEBRATING THE 23RD

Daily Star HSBC 0 & A LEVEL AWARDS"

On a starry ceremony at the prestigious Shaheed Suhrawardy National Indoor Stadium, the spotlight shone brightly on the academic stars of Bangladesh as they gathered to celebrate excellence at the 23rd The Daily Star HSBC O & A Level Awards Ceremony with the tagline 'Saluting the Nation Builders of Tomorrow'. With a record-breaking attendance of 2563 stellar students, this year's ceremony was nothing short of spectacular.

Among the shining stars of the programme were the 43 students from Presidency International School who achieved remarkable results in O and A Levels. Of this illustrious cohort, 24 students distinguished themselves in O level examinations, while 19 students soared to eminence in A Level assessments. Notably, Ujjal Mahmud, Sumehra Tazreen Hasan, Tasnim Reza Arittra and Anikta Areema Rydma from Presidency International School were crowned as toppers of the country, a testament to the institution's commitment to nurturing academic excellence.

Among the honourees were 62 toppers of the country and 20 toppers of the world in O level, and 42 toppers of the country and 18 toppers of the world in A Level. These outstanding achievers not only exemplified academic prowess but also demonstrated the dedication and hard work required to reach the pinnacle of success in their respective examinations.

The ceremony was graced by the presence of eminent author and physicist Prof Muhammed Zafar Iqbal as the chief guest; his inspiring words resonated with the young minds present, encouraging them to pursue knowledge and innovation with unwavering determination.

Maat Cannell, Deputy High Commissioner and Development Director at the British High Commission, along with several other distinguished guests, took the stage to acknowledge the students' outstanding academic achievements. Their words of praise and encouragement served as a source of motivation for the budding scholars, inspiring them to continue striving for excellence in their academic pursuits.

The 23rd The Daily Star HSBC O & A Level Awards Ceremony not only celebrated the academic achievements of the brightest minds in Bangladesh but also served as a reminder of the limitless potential that lies within each and every student. As they embark on their journey towards future success, these young achievers carry with them the lessons learned and the memories cherished from this memorable evening of recognition and celebration.



Reported by Nurul Anwar Hosain, Dept. of English







Fox.

Presidency International

School

Excellence in 2023 Ingratulations

Nibras

Outstanding Cambridge Learner Awards in 0 & A Level Exams 2023

Ujjaj

Country's Highest A* Achiever in A Level Azmaeen Muhammad Nibras **Country Highest Achievers Business** A Level - Ujjal Mahmud

Phikka

Arittra

Sumehra

- English General Paper AS Level – Anikta Areema Rydma
 - **Environmental Management** 0 Level – Tasnim Reza Arittra

Bangladesh Studies O Level – Sumehra Tazreen Hasan



Cultural Heritage: Presidency Museum of Culture, Tradition & Heritage

Bangladesh is a part of the old and historic region of Bengal in the Eastern part of the Subcontinent, even though it only became an independent state in 1971 after a bloodstained liberation war. The nation began to develop a civilisation more than four millennia ago during the era known as the Copper Age.

Bangladeshi culture and traditions originate from people's religious beliefs, ethnic heritage, aspirations, and creative expressions, as well as their love of life and the natural world. Throughout history, the country's exceptional geographic location, plentiful natural riches, and natural beauty have drawn foreign traders, tourists, and religious leaders to come and reside here.

The culture and civilization of Bangladesh have been further enhanced by these ongoing contacts with individuals of other racial, cultural, and ethnic backgrounds while retaining the unique aspects of indigenous culture. In a similar vein, the colonists have spent years fostering their civilization and culture here. As an outcome, Bangladesh now benefits from a rich, varied, and colourful cultural history.

Rahela Begum Renu, former teacher of Presidency and a renowned antique collector, inaugurating a museum of Culture, Tradition and Heritage

On February 21, 2024, Presidency International School inaugurated a museum dedicated to our rich cultural past on the site of the Middle School. Because of their antiquity and quality, the pieces in its vast collection have great value and richness. It was made possible by the tremendous work of Mrs. Rahela Begum Renu, who was inspired by her grandma. Several noteworthy objects from her extensive collection spanning more than ten years remain- A trunk, glass lanterns, chandeliers, Kupi (oil lamps), dark wooden showcases with elaborate decorations, vintage saucers and cups, metal mirrors, hookah stands, and handicrafts are among the goods displayed. In addition to these handicrafts and furnishings, the rich legacy of Bangladesh spanning centuries is reflected in ancient silverware, inkpots, variously designed surma pots, musical instruments, ornaments, betel leaf pots, and various other items among Mrs. Rahela Begum Renu's generous donation to our museum.

Source:

https://mexico.mofa.gov.bd/en/site/page/Cul tural-Heritage-and-Festivals-and-Holidays-of-Bangladesh.

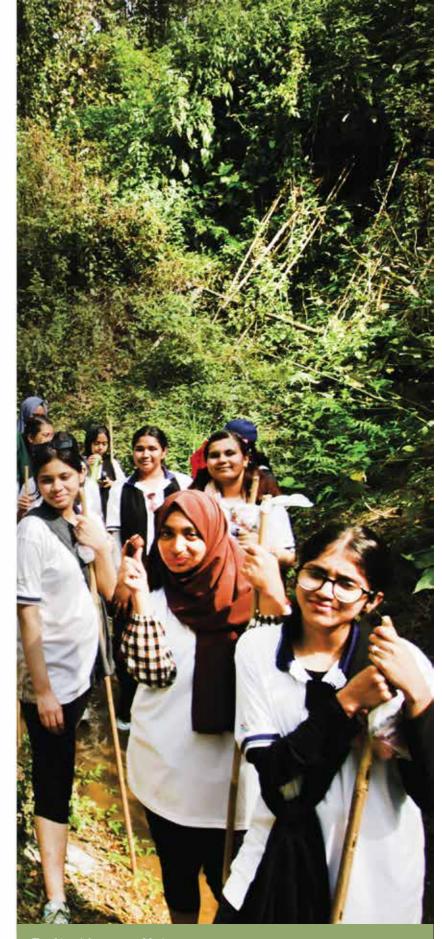
Reported by Any Akter & Sabrina Shafi, Dept. of Bangladesh Studies

The Duke of Edinburgh Gold Trip

Adiba Khanam Eva Class X With high hopes and unstoppable spirits, the students of X, AS & A2 embarked on a four-day adventure with the Duke of Edinburgh Gold Programme, where they used this opportunity to refresh, renew and prepare themselves for what lies ahead. The Duke of Edinburgh trip not only challenges the physical ability of campers but also tests a camper mentally. Under the guidance of convenors of the Duke of Edinburgh and the supervision of professional camp instructors, 64 students from X, AS and A2 took part in the Duke of Edinburgh Gold Trip held at Matita Camp, Bhatiary.

On the 11th of January, we woke up drenched in excitement with our bags packed. Upon reporting at school, we boarded the bus around 7:30 a.m. and set off for Matita at around 8:00 a.m. The air at Matita Camp was alive with colour and vitality when the campers arrived from Presidency. We were introduced to our instructor, Mr. Ferdous, upon arriving at Matita Camp. He divided us into four houses and selected four leaders for each house. Then, we all rested in our tents and had snacks before starting our activities. The activities involved: catching the number, collecting cones, red light, green light, and chopsticks. With each activity, we were pushed to challenge ourselves and coordinate with each other.

The next day, we rose with the sun, feeling alert and lively, before the birds started to stir. Our morning, we started with a 1-hour meditation session, one of the best things to experience on the trip. It was a day full of electrifying activities. The best activity of the day was "Jumering", which involves pulling one's weight up a rope using hand and leg 'jumering' devices, also known as ascenders. As someone who loves adventurous activities, I gave it my all in this activity and reached the very top. Indeed, the view at the top of the



Tracking Adventure at Matita





Fixing Focus



Ziplining Adventure at Matita



Surpassing the hurdles of crossing the distanc

climb was tranquil. There were also other exhilarating activities—river crossing, rock climbing, tower climbing—which all students relished. Then we had our lunch, which included tasty vegetable curry made from the freshly harvested vegetables by the students. A cultural programme was held at night. Students and teachers performed various things, from singing to beatboxing. Both students and teachers played games; the winners were awarded unique gifts. Being one of the anchors, I was also given a beautiful gift.

We were in for another exciting day on the third, which included ziplining and tree obstacles. In Ziplining, the glowing smile on the students over the lake was honestly enough to describe how much fun they were having. The tree obstacle activity was quite challenging. With lots of different sizes over a certain height and wind that was not friendly, it took a lot of work for the students to maintain balance. However, the indomitable spirit of the campers was proven as each of them attempted the activity regardless of anything. Upon reaching the final and most unstable obstacle, I heard the voice of one of the instructors saying, "This one is hard. Are you sure you want to do this?" I paused briefly, but my grit led me to complete the activity successfully. After some snacks, the most anticipated Treasure Hunt began, where we were given a clue at each stage to reach a step closer to the treasure. We were given a mathematics guestion to solve to get the very first clue. After trying thrice, our team started to get anxious until I finally cracked the answer, leading us to get our first clue. Through the Treasure Hunt, the students demonstrated their teamwork skills. The highly anticipated results of all team activities were revealed in the evening. Among the girls, my team, South Pole 1, had won! At night, we all prepared for a cultural programme that drew enthusiastic participation from students and teachers alike. The best part, without a doubt, was the bonfire.

The last day of the trip involved trekking, which was hectic and tiring but exciting at the same time. We were exhausted after trekking, but there was no time for us to relax as we had to start our journey back home soon afterwards. The return trip was much more silent, demonstrating how exhausted everyone was. This was a 4-day experience, but it taught me some lessons I could have never learned in my lifetime. Those special four days were designed in such a way that all the students got the opportunity to take the challenge and prove their potential. I couldn't understand why my days seemed to last longer until I realised the value of rising early. I am grateful to my school, Presidency, for allowing us to join this adventurous journey with the Duke of Edinburgh, which taught us the value of discipline and let us create unforgettable memories with our dear friends and seniors.



Presidency's young learners learning 'Farming' outside the classroom

Presidency International School organised a "Village Attachment Programme" for Class IX students, aiming to provide the students with real-world experiences and foster valuable life skills, as evidenced by the enthusiastic participation of the students. This programme immerses students in the rural life of Holudia village, located in Bazalia Union, Satkania Upazila, Chittagong. The experience fosters a deeper connection to their roots and exposes students to various aspects of rural life, including local governance, economic activities, and educational systems. Additionally, students interact with communities, underprivileged fostering compassion and social responsibility. Additionally, Presidency Red Crescent team shares valuable knowledge on hygiene and sanitation with students of the local Primary School. This programme provides a transformative experience for Presidency students and the surrounding community.

Reported by Rajib Kumar Biswas, Dept. of Bangladesh Studies



Commitment towards Community



Duke of Edinburgh Silver Trip

Faiza Ahsan Class IX

As we zoomed uphill through the snake-like road, lush greenery stretched for miles, gleaming under the sun's illuminating rays, now a brilliant orange hue. The essence of thrilling adventure fused with the beautiful nature made it appear like we were stepping into a new realm. Here we were, where we were about to call home for the next three days.

On 21st February, the senior school grounds reverberated with the excitement of students of Class IX as we huddled up with our luggage and chatted with friends, enthralled to go on our most anticipated Duke of Edinburgh Silver Trip 2024 to Bandarban. We had been divided into eight houses for the trip, each having a house master, house leader and co-leader. Reaching school at 7:00 a.m. and waving our parents goodbye, we began our journey filled with savoury snacks, music, songs and much more amusement.

We halted at Holudia, our first destination, for village attachment. When we entered the Primary School, the students greeted us warmly and

formed two long rows, clapping in unison. This was followed by an engaging question-and-answer session with primary school students, during which the various scenarios of how children are taught in rural and urban areas were discussed. Afterwards, we took pictures with them, then took a stroll along the countryside, took a snack break, observed their farming methodology, planted trees and finally, had lunch. Before lunch was served, some of us played an exhilarating game, which helped drive away our tiredness. Relishing the meal, we rested beside the lake until we all assembled again to acquire knowledge of the local governance. When it was afternoon, we boarded the bus again to reach our main destination, Bandarban.

The sun was almost sinking beneath the horizon when we arrived at the stadium. Girls were to stay inside the stadium, while boys slept in tents outside. After resting, we prepared for the Cultural Programme, which featured numerous performances by talented teachers and students alike—the day concluded with a delicious dinner.



Cheerful students of Presidency crossing Shangu River



Students are learning how to bargain while buying fishes and groceries for the needy families



After the lights were switched off at night, we gossiped among ourselves and narrated stories until we eventually fell asleep.

The next day, we were woken up at 5:45 a.m. for assembly, sports, and games, such as marble race, football, and cricket. Each house came together for group photos, and breakfast was served in the tents. Being energised, we left the stadium and boarded onto jeeps locally known as 'Chader gari' to drive us to the Sangu River. Riding it was indescribable; the heavy gusts of wind blowing past us as we drove at incredible speeds was thrilling.

Some of us crossed the Sangu River by walking across it while others rode a boat, both of which were enthralling experiences! We had to climb a small hill to return to the Jeeps, which I found frightening.

We returned to the stadium to prepare for our next journey, trekking at Meghla. The first challenge of Meghla was the hanging bridge crossing, which was chaotic, with some people jumping on purpose, some scared and some walking calmly while taking a glimpse of the surroundings. Then, the exhausting path began, stretching for miles uphill and sometimes downhill, surrounded by scenic beauty, exuberant tourists, and crowded stalls. From my perspective, crossing the pathway mostly blocked by a gigantic rock and having a steep valley on the other side was one of the most frightening experiences. Shortly after, we arrived at an area with shops and stalls, where we rested for a while and refreshed ourselves by purchasing snacks and drinks. Later, after a series of stairs, another hanging bridge, more stairs and plenty of walking, we got on the jeeps to drive to our next location, Nilachol, which had a higher altitude than Meghla. From there, we caught glimpses of patches of white fluffy clouds like cotton and distant towns that appeared as small as ants!



After a short while, the tourist police, who were keeping us safe, organised a quiz competition with exciting prizes, in which we enthusiastically participated. When it was almost evening, we returned to the stadium and dressed for the cultural programme, followed by a lottery consisting of 25 prizes! With a hearty dinner and all of us exhausted, the day's events were over.

During the assembly of the third day, we were further separated into ten groups for a new experience we were about to receive: shopping, cooking and having lunch with ten different families who dwelled here. Before doing so, we packed up our luggage, as this was the third day of our Duke trip. The visit to their home began with us greeting and conversing with them. Then, we learned about their food preferences with the motive of going shopping and prepared a list accordingly. The eager students went to the bazaar, where we gained new experience by looking for fresh produce, bargaining for the best price, and purchasing everything we needed.



We returned to our assigned houses and began the next step, which was cooking with the purchased ingredients, which was also an interesting experience. Each group presented a variety of dishes, some including desserts. We returned after a few hours, our scheduled return time from the trip. We returned to the stadium and got on the bus with our luggage and bags. Some of us had even gone to the shops to purchase snacks before the journey started.

At last, it was time to return home and wave goodbye to Bandarban. With everyone's tiredness, we were expecting a tranquil bus journey. Nevertheless, our energy did not dwindle, and the journey was enjoyable. At last, we reached school at night and spotted our parents waiting eagerly for us. We all returned home carrying wonderful memories of the past three days, our escape from the hustle and bustle of the cityscape to wash away our lethargy and refresh us through gaining new experiences, a trip to cherish forever.



Students of Commerce Group inspecting shoe making process during their Industrial Tour

Industrial Tour 2024

On 5th February 2024, business students of Presidency were fortunate enough to experience the whole manufacturing process with the help of Strong Footwear Limited, Karnaphuli EPZ, Patenga, Chattogram. As we entered the premises of the renowned institution, the air buzzed with creativity and the faint scent of leather.

The tour commenced with a guided walkthrough of the various working stations, each dedicated to a specific stage of shoemaking. The first stop was the leather storage room. We got to explore and see different types of leather, which thrilled us and made us want to learn more about the whole process.

Moving forward, we stepped into the sole-making section, which was filled with raw materials being processed, and made the perfect sole with the help of machines. On this pattern-making workstation, precision and attention to detail were paramount. Carefully crafted patterns by skilled artisans guarantee every shoe design's ideal fit and functionality. Observing the intricate process transforming patterns into of flat three-dimensional footwear templates was fascinating.

Next, we ventured into the heart of the manufacturing floor, where the rhythmic hum of machinery echoed through the air. Here, all the workers worked harmoniously, each contributing their expertise to the production line. Every step was executed with precision and finesse, from cutting and stitching to lasting and finishing.

Engaging with seasoned shoemakers who shared their priceless experiences and insights was one of the tour's highlights. Their passion for the craft was palpable as they demonstrated traditional techniques passed down through generations. From using kaizen to hand-burnishing to showing us quality control-all the business terms we were familiar with-these artisans showcased the timeless artistry distinguishing handmade footwear.

The tour also shed light on the innovative approaches shaping the future of shoemaking. State-of-the-art machinery and automation were seamlessly integrated into the production process, enhancing efficiency without compromising quality. Moreover, sustainable practices such as waste reduction initiatives showed us their commitment to environmental stewardship.

As the tour drew close, I couldn't help but marvel at the artistry and dedication permeating every aspect of shoemaking. The factory, from the design department to the production floor, embodied a rich tapestry of innovation and tradition. As I left with a newfound appreciation for the craft, I couldn't help but feel inspired by the creativity and ingenuity on display. Indeed, a journey through a shoe manufacturing factory is not just a glimpse into the world of footwear–it's a step into the realm of limitless possibilities.

Reported by Kishwar Ashrafi Khan, Class X



Hail the exploration of Presidency Middle School!

From February 25, 2024, to March 3, 2024, the students of the Middle School of Presidency set out on exciting outings! Grade III initiated the adventure of visiting the Maritime Museum, while Grade VII wrapped up their journey at Sonnet Fashions Limited. Exploring the multifaceted portrayal of cultural inheritance, our students looked over the Ethnological Museum. It's been a week-long period filled with learning, fun, and unforgettable memories.

The youths began an educational excursion, discovering different points of interest. The trip aimed to broaden their horizons and foster experiential learning outside the classroom. After visiting breathtaking locations, students had a thrilling day at the Rajakhali Sports Zone. From friendly matches to breathtaking activities, they had a blast experiencing the thrill of sports.

Our youngsters immersed themselves in the natural beauty and biodiversity of the areas. Led by experienced park rangers, students engaged in interactive learning activities, discovering flora and fauna unique to the ecosystem while gaining a deeper understanding of environmental conservation efforts.

Each visit was a unique learning journey filled with discovery and inspiration. After a day filled with enriching experiences, the students returned to school with newfound knowledge, memories, and a deeper appreciation for the world around them.

Students of Class III exploring the Maritime Museum to enrich their knowledge of Marine life and the Ecology of Bangladesh



Enthusiastic students of Class IV visiting Ethnological Museum to delve into the vibrant and diverse cultural identity of the Bangladesh





Students of Class V visiting Maritime Museum for assimilating the intriguing and mind-boggling facts about underwater robotic vehicles, submarine cable map, underwater wireless communication etc



Class VI visited Chattogram Veterinary and Animal Sciences University to enrich themselves with knowledge of Animal Kingdom



Students of class VII visiting Sonnet Fashions Ltd. in Chandgaon for an enlightening industrial excursion exploring various floors and delving into solar and water plants, among other fascinating sights.



'How are they doing?' mesidency Alumn

Dr. Irfan Uddin Ahmed (Class of 06) Engineer HDR Engineering Inc. Kansas City, USA.

has a Masters and PhD in Civil Irfan Engineering from University of Wyoming, USA. "Recently I have become a father and have been enjoying this new phase of my life. My son is now 10 months old", replied Irfan when asked about how his life is going.

Presidency family congratulates him on his new wonderful journey of fatherhood and wishes him and his family all the prosperity and happiness they deserve and much more.

Presidency Coding Club

The Presidency Coding Club stands as the preeminent and largest organisation at Presidency, boasting a membership of over 100 dedicated participants. My involvement with the club began in the 7th grade. Our eager admission into the club was unavoidable, thanks to the motivational leadership of our specialised trainers and the priceless mentoring of our committed club coordinators. Our trainers

devoted their Saturdays to conducting classes, imparting a robust understanding of C++ programming. We engaged in various programming problems and contests, resulting in notable success. Three of our teams excelled in the regional round, securing national spots. Regular participation in contests yielded



Mohammad Mu-tasim Chy







SM Abeer Ullah

Toashin Mahmud Tanzim

Debarpan Datta





Areeb Noor Farooqui

Tasnim Reza Arittra

continuous prizes, fostering students' interest in programming. The allure of the Coding Club extends to participants ranging from grades VI to A2, all eager to contribute to this thriving Significantly, we've introduced community. advanced coding classes for those proficient in coding, complementing our beginner classes. Students' infectious enthusiasm for learning fuels the club's vibrancy, and I am confident it promises a bright future.

Committee for the session 2023–24

President: Mohammad Mu-tasim Chowdhury (A2) Vice President: 1. Toashin Mahmud Tanzim (A2) 2. SM Abeer Ullah (AS) 3. Debarpan Datta (AS) General Secretary: 1. Tasnim Reza Arittra (AS) 2. Areeb Noor Farooqui (A2)

Reported by Mohammad Mutasim Chowdhury, President, **Presidency Coding Club**

Artist Uddipon Talukder Head, Dept. of Art& Design









Salvador Dalí, one of the most renowned and unconventional artists of the 20th century, had a fascinating childhood and an equally intriguing life as an artist. Here is a brief account of some interesting facts about Salvador Dalí's childhood and his life as an artist.

Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí i Domènech, known as Salvador Dalí, was born on May 11, 1904, in Figueres, Catalonia, Spain. He was the son of a prosperous middle-class lawyer.

Dalí's artistic talent was evident from a young age. His mother, who died when he was 16, encouraged his creative pursuits and played a significant role in nurturing his creativity.

At theage 10, Dalí had his first public exhibition, showcasing his charcoal drawings. He experimented with different styles during his teenage years, including Impressionism and Cubism.

Dalí became associated with the Surrealist movement, which aimed to unlock the power of the unconscious mind. He developed his unique style within Surrealism, characterised by dreamlike, bizarre, and often unsettling imagery.

Dalí 's most famous painting, "The Persistence of Memory" (1931), features melting clocks and has become an iconic symbol of Surrealism. Other notable works include "The Elephants" (1948) and "The Sacrament of the Last Supper" (1955).

Dalí collaborated with notable filmmakers, such as Luis Buñuel, on films like "Un Chien Andalou" (1929) and "L'Age d'Or" (1930). These films showcased Dalí 's surrealist ideas on the screen.

Dalí's creativity extended beyond painting. He ventured into sculpture, photography, fashion design, and jewellery design. He collaborated with renowned fashion designer Elsa Schiaparelli on innovative fashion pieces.

Dalí 's flamboyant personality and extravagant lifestyle made him a popular figure in the media. He often appeared in eccentric attire and sported his iconic moustache.

Dalí 's unique style and persona have had a lasting impact on popular culture. His influence can be seen in fashion, music videos, advertising, and films like "Inception" (2010), which features a melting cityscape reminiscent of artwork.

In his hometown of Figueres, Dalí established the Dalí Theatre-Museum, which showcases a comprehensive collection of his works. The museum is a surreal experience, with unusual architectural features and immersive exhibits.

These are just a few highlights from Salvador Dalí 's childhood and life as an artist. Examining his paintings and reading his biography in greater detail will reveal fascinating information about this remarkable artist.

Reference-

- 1. The secret of Salvador Dali-Pocket Library of Art
- 2. খ্যাতিমান স্পেনীয় পরাবাস্তববাদী (Surrealist) চিত্রকর সালভাদর দালির- কোবিদ
- সালভাদর দালির বিগলিত স্মৃতি- অমৃতা ইশরাত
- 4. Salvador Dali: Biografia (Los Grandes)



Echoes of Home

A Palestinian Girl's Journey Through Loss and Resilience

Echoes of Home

A Palestinian Girl's Journey Through Loss and Resilience

Khondoker Shajahan, Dept. of English

In the heart of Gaza, amid the whispers of olive trees and the echoes of a land steeped in history, lived Leila, a spirited Palestinian girl with a kaleidoscope of dreams woven into her dark curls. She roamed the streets painted with vibrant murals, each stroke a testament to the resilience and hope in a place where stories of hardship and defiance were etched into the soil.

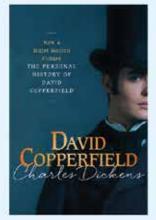
The distant thuds of conflict had become the unwelcome background noise of Leila's life. The war between Palestine and Israel had escalated, leaving fear and uncertainty as undesirable companions. In the shelter of their home, Leila's family clutched onto fragments of normalcy, seeking solace in the familiar despite the disarray outside. But as the airstrikes intensified, life became a haunting symphony of shattered glass, wailing sirens, and stifled cries. Amid the chaos, Leila's world morphed into a cacophony of loss and disarray. Her school, a sanctuary of laughter and learning, transformed into a pile of rubble, an emblem of shattered innocence.

With each passing day, the weight of leaving her beloved home pressed upon Leila's heart. The thought of abandoning her land, her memories, and the essence of her identity gnawed at her soul. She resisted, clinging onto the familiar, the aroma of spices in her mother's cooking, the laughter shared with friends now scattered by displacement, and the whispers of the sea that once brought peace to her restless mind.

Sleep became elusive as the night enveloped her in a suffocating blanket of anxiety and despair. Dreams turned into nightmares, replaying the deafening sound of explosions and the agony of separation. The colours of her paintings dulled, mirroring the fading hope within her. The decision to leave, forced by circumstances beyond her control, tore through her spirit. The pain was silent but palpable, etched in the creases of her furrowed brow and the unshed tears in her haunted eyes. She felt like a bird with clipped wings, grounded and longing for the vastness of the sky.

The journey away from her homeland was a bittersweet symphony of farewell. With every step, she left a fragment of her soul behind, a piece of herself entwined with the soil of Palestine. The ache of departure lingered, a relentless throb in her chest as she glimpsed back at the receding horizon, a mosaic of memories fading into the distance. In the foreign land meant to be a new beginning, Leila carried the burden of loss, navigating a labyrinth of emotions. She yearned for the familiarity of home, the laughter of her friends, and the echo of the call to prayer that once reverberated through the streets.

But amidst the agony, a spark of resilience glimmered within her. She held onto her heritage, the indomitable spirit of her people, and the unwavering belief that one day, she would return to rebuild what war had taken away. For in her, the spirit of Palestine endured a beacon of strength in the darkest times.



Book Review

Title: David Copperfield Author: Charles Dickens Illustrator: Charles Emile Carlegle Publisher: Bradbury & Evans Publication Date: November 14, 1850 Format: Paperback ISBN: 9780393958287 For ages: 8 - 12 Genre: Fiction, Historical

Reviewed By Khondoker Shajahan, Dept. of English

The novel "David Copperfield" by Charles Dickens is a testament to the author's unparalleled narrative prowess, delving into the intricate tapestry of human existence through a richly woven tapestry of characters and events. Set against the backdrop of Victorian England, Dickens masterfully crafts a tale that transcends mere storytelling, offering profound insights into the human condition.

At its core, "David Copperfield" is a bildungsroman chronicling the titular character's journey from childhood to maturity, navigating a labyrinth of trials and tribulations. Through David's eyes, readers are introduced to an array of captivating characters, each meticulously crafted with their own complexities and idiosyncrasies. From the indomitable yet enigmatic Mr. Micawber to the malevolent and manipulative Uriah Heep, Dickens populates his narrative with a diverse cast that mirrors the kaleidoscope of human nature itself.

David's quest for identity and belonging is central to the narrative as he grapples with love, loss, and redemption. From his tumultuous relationships with his stepfather, Mr. Murdstone, and his loyal friend, Steerforth, to his enduring bond with the eccentric Mr. Peggotty and the ethereal Agnes Wickfield, David's journey is marked by moments of triumph and despair, ultimately culminating in self-discovery and enlightenment.

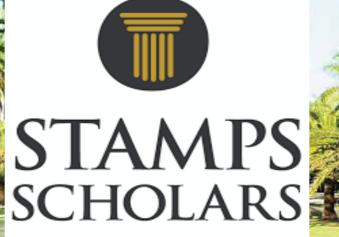
Dickens's prose is as enchanting as it is evocative, weaving a rich tapestry of imagery and symbolism that immerses the reader in the vibrant world of



nineteenth-century England. Through vivid descriptions of bustling London streets, idyllic countryside landscapes, and opulent estates, Dickens paints a vivid portrait of a bygone era while simultaneously highlighting the enduring relevance of his themes to contemporary audiences.

In conclusion, "David Copperfield" is a timeless masterpiece that continues to captivate readers with its timeless themes, vivid characters, and exquisite prose. Dickens's magnum opus serves as a poignant reminder of the enduring power of literature to illuminate the human experience and inspire introspection.







STAMPS SCHOLARSHIP

Trishan Sen Presidency Counselling Team

The Stamps Scholars Programme was founded by E. Roe Stamps and his late wife Penny in 2006, with the purpose of enabling extraordinary educational experiences for extraordinary students. Today, it is an internationally prestigious scholarship Programme and community that help exceptional students become meaningful leaders throughout society.

Each year, approximately 360 Stamps Scholarship recipients join the diverse and talented community.

The Stamps Scholars Programme challenges scholars to make a difference, give back in some way, and become a leader of tomorrow. Through the opportunities presented to Stamps Scholars both on and off campus, the overall aim is to create for them a transformational experience that enables them to foster:

Inquiry

Discovering the facts and the beginning of ideas, asking "Is this the best there is?"

Vision

Looking beyond what exists to see what is possible Drive for change

Courageously pushing for improvements, understanding both risks and rewards

Knowledge and skills Knowing how to get things done Perseverance Using tenacity, even when obstacles present themselves, to get results

The Stamps Scholarship usually covers tuition, mandatory fees, and room and board for four years of study. Scholars also receive enrichment funds which can be used for studying abroad, internships, or research experiences. Through partnerships with institutions across the nation (and into the U.K.), Scholars receive annual awards that range from \$6,000 to \$90,000 (four-year awards total an average of \$24,000-\$360,000) with additional funds for enrichment activities such as study abroad, academic conferences, and leadership training. The Stamps Scholars Programme and partner schools evenly share the costs of the awards.

Stamps Scholars are among the recipients of other prestigious awards, including Rhodes, Fulbright, Goldwater, Marshall, Beinecke, and National Science Foundation scholarships.

Scholarship Rewards

- Annual renewable scholarship for tuition, books, room and board, and transportation
- Additional \$6,000 award for study abroad or other extraordinary learning experience.
- A faculty member who serves as the scholar's academic advisor in the content area of his/her major

- Unique cultural experiences
- Leadership training and service activities
- Receptions and dinner with the donors and faculty Criteria & Eligibility:

The Stamps Scholarship is entirely merit-based and does not consider financial need. The Stamps Scholars Programme with its partner schools, seeks students who demonstrate academic merit, strong leadership, potential and exceptional character.

Leadership development is at the core of the Stamps Scholarship programme. Leadership potential is also a key part of the selection criteria for receiving a Stamps award. And, Stamps Scholars receive a separate financial award to participate in leadership activities of their choosing.

The Stamps Scholars Programme welcomes and supports students from all backgrounds and areas of study. At some of their partner schools, international students are eligible for the Stamps Scholarship. Students should check directly with the programme that they are interested in to view eligibility requirements.

Stamps Scholarships are not transferable to other colleges or universities.

HOW TO APPLY

To apply for a Stamps Scholarship, a student must apply to one or more of their partner schools. If the student qualifies, he/she will automatically be considered for a Stamps award. The majority of the partner colleges and universities don't require a separate application for the Stamps Scholarship, but the application deadline and award process varies from school to school along with the amount of the award. It is very important to remember that not all partner schools allow international students to be eligible for the award.

An interested student must visit the website of the school or schools of his/her choice to find out more about their eligible criteria and unique application process and deadlines. Partner Schools

Out of the 36 Stamps Scholar partner schools across the US and into the UK the following schools provide awards (full scholarships) to international students:

Barry University, College of William & Mary, University of Miami.

Faiyaz Mahmud Nirob, a Presidency Alumni (Class of 22) and the First Bangladeshi Student to be Awarded the STAMPS Scholarship

(Fully Funded) at Barry University, USA to study Biochemistry

Sports I c o n

In the world of basketball, the name LeBron James, who was born on December 30, 1984, in Akron, Ohio, evokes images of brilliance.

Hardship and determination characterised LeBron James's upbringing. Growing up in Akron, he faced the difficulties of a neighbourhood plagued by crime and poverty. But it was through this hardship that he found his love for basketball. His exceptional skills, athleticism, and basketball IQ attracted national attention. LeBron's dominance on the court earned him the title of "Mr. Basketball" in Ohio three times. At 18, he became the youngest player in NBA history. LeBron's impact on the Cavaliers was immediate, earning him the NBA Rookie of the Year award and setting the stage for a prestigious career.

Joining forces with fellow superstars Dwyane Wade and Chris Bosh, LeBron formed a formidable "Big Three." The Heat made four consecutive NBA Finals appearances, securing two championships in 2012 and 2013. In 2016, he led the Cavaliers to a historic comeback victory in the NBA Finals, becoming the first team to rally from a 3-1 loss and secure the championship. This triumph cemented LeBron's legacy as one of the greatest basketball players ever.

In 2018, LeBron embarked on a new chapter in his career by joining the Los Angeles Lakers. In 2020, he led the Lakers to their first NBA championship in a decade, showcasing his versatility, basketball IQ, and ability to elevate his teammates' performance.

LeBron James' impact extends far beyond his on-court achievements. Through his LeBron James Family Foundation, he has launched initiatives like the "I Promise School" in his hometown of Akron. This school provides educational support and resources to at-risk youth, emphasising the importance of education, mentorship, and community engagement.

LeBron James' upbringing, life, career, and future illustrate a journey of resilience, success, and impact. From humble beginnings in Akron to becoming a basketball prodigy, LeBron has consistently demonstrated exceptional skills, leadership, and a commitment to social causes. His story inspires individuals facing adversity, highlighting the transformative power of perseverance and dedication.

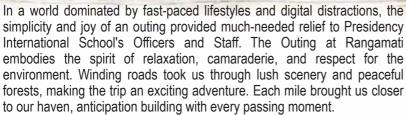
LEBRON JAMES

Rameen Ul Alam Class IX



Congratulations to Shadman Muttaqi (VII) and Romaisa Moin (X) for achieving 8th position in (Category A) and 20th position in (Category C) in the 14th Bangladesh Physics Olympiad National Round held in Dhaka. Presidency International School is honoured to have received the "Best Host Award 2024" for the Regional Round of the competition. The "Best Host Award 2024" is a testament of the commitment of Presidency to fostering academic excellence and creating a platform for young minds to explore and excel in scientific endeavours.

Adventures Await: Unveiling the Beauty of Rangamati



Rangamati Outing has an unparalleled charm that transcends generations and cultures. As the outing-goers enjoyed their meals and mingled, staff circulated through the crowd, distributing raffle tickets to all. Each ticket represented a chance to win a prize. As the afternoon wore on, anticipation grew. Finally, it was time for the raffle draw. With a flourish, the emcee began to draw the winning tickets, calling out numbers as the crowd held their breath. Cheers erupted each time a winner was announced, and lucky recipients reached the stage to claim prizes.

As the sun set and the excursion ended, Presidency Officer and Staff went over the day's events. The raffle draw and eating during the boat journey added excitement and camaraderie to an already memorable day, bringing us together to celebrate our team spirit.

As we packed up our belongings and bid farewell to the venue, we knew we would carry the memories of this special day with us for years to come. Envision an abundant verdant meadow with soft sunlight penetrating the foliage of old trees and a mild wind carrying the aroma of blooming wildflowers. The day was full of experiences, from the Boat Journey to the Hanging Bridge visit.

Reported by Muntasir Bin Abdullah, Student Relation Officer, Senior School

to our scholarly students to qualify for the National Round of Math Olympid 2024!







Marson M

Promit Rejo Jabir Ahmed Vo







41

Movie Review

Migration

Directed by: Emily Chang Voice Cast:

· Sparrow: Lily Chen

• Nutmeg: Samuel Rodriguez

Reviewed by: Md Mohiuddin, Dept. of English

Migration is a breathtaking animated film that takes viewers on an emotional journey through the eyes of its charming characters. Directed by the visionary storyteller Emily Chang, this film seamlessly woven themes of friendship, courage, and the power of perseverance against all odds.

Set in a fantastical world where different species coexist, Migration follows the adventures of a young bird named Sparrow, voiced by the talented newcomer Lily Chen. Sparrow dreams of exploring beyond the confines of her familiar surroundings and embarks on a daring journey to discover the truth about her origins. Along the way, she forms an unlikely bond with a quirky squirrel named Nutmeg, voiced by the hilarious Samuel Rodriguez, whose antics provide comic relief amidst the film's more poignant moments.

What truly sets Migration apart is its stunning animation, which brings the vibrant world of the characters to life in exquisite detail. From the lush forests to the soaring skies, every frame is a testament to the dedication of the animation team to creating a visually immersive experience for audiences of all ages.

But beyond its visual splendour, Migration excels in its heartfelt storytelling. As Sparrow and Nutmeg encounter various challenges on their journey, including formidable adversaries and unexpected setbacks, they learn valuable lessons about bravery, resilience, and the importance of friendship. The film's universal themes resonate deeply with viewers, reminding us of the power of hope in the face of adversity.



Furthermore, the voice performances in Migration are top-notch, with each actor imbuing their character with depth and nuance. Lily Chen shines as the determined Sparrow, capturing her youthful vitality and inner strength with authenticity. Rodriguez delivers Samuel а standout performance as the lovable Nutmeg, infusing the character with infectious energy and charm.

Besides its compelling narrative and impressive visuals, Migration features a stirring musical score by acclaimed composer Elena Wang. The emotive melodies enhance the film's emotional resonance, further immersing audiences in the world of Sparrow and Nutmeg.

Overall, Migration is a triumph of animation filmmaking that entertains, inspires, and tugs at the heartstrings. With its universal themes, memorable characters, and stunning visuals, audiences will cherish this movie for generations. Emily Chang and her team have crafted a timeless masterpiece that deserves to be celebrated as a crowning achievement in animated cinema.





It was a chilly winter evening in Chittagong, and the excitement in the air was palpable as I joined a multitude of music enthusiasts gathered at the iconic Bijoy Concert in 2021. This year, the stage was set to be graced by the mesmerizing sounds of Shironamhin, a band that had captured the hearts of music lovers across Bangladesh, including mine. The atmosphere was charged with anticipation as the harmonious night unfolded.

The Bijoy Concert venue was a vast open field, beautifully lit up against the night sky. The stage was adorned with vibrant lights, massive speakers, and an array of musical instruments bathed in a soft, colourful glow. The audience had gathered in a sea of anticipation, eagerly awaiting the band's performance. It was clear that this concert was not just a show but an immersive musical experience. As I entered the concert venue, I was surrounded by a diverse crowd of music enthusiasts. Shironamhin's appeal knows no bounds, and the audience ranged from teenagers to middle-aged fans, all united by their love for the band's soul-stirring music. The chatter of excited fans filled the air, and there was a palpable sense of unity.

The evening began with local artists who set the stage with their enchanting performances. The crowd was captivated by the opening acts, their music resonating with the audience and preparing them for the main event. As Shironamhin graced the stage, the crowd erupted with a chorus of cheers. Their lead vocalist, Ziaur Rahman Zia, took the centre, ready to lead the audience on a musical journey. Their presence was magnetic, and it was evident that the audience was under their spell from the very first note. Shironamhin's music, a blend of rock, folk, and soulful tunes, wrapped the audience in an emotional embrace. I have always found their lyrics to be profound and introspective. Some of my personal favourite works of the band are "Ei belay", "Abar hashimukh", and "Pakhi". The main song for the night was "Ei Obelay". The audience sang along with fervour, their voices blending with the band in perfect harmony. It was a collective catharsis, a shared emotional journey through music.

The stage was a kaleidoscope of lights and projections which were synchronized with the music. Shironamhin's members played with infectious energy and passion. Their solos were virtuoso displays of skill, showcasing their remarkable musicianship. The chemistry between band members was evident as they fed off each other's energy, creating a magnetic stage presence. As the concert seemed to reach its grand finale, the crowd's chants for more music were met with encores. The atmosphere was euphoric. As the concert eventually drew to a close, the band expressed their gratitude for the unwavering support of their fans. It was a bittersweet moment, met with heartfelt applause and cheers. The connection between the band and the audience was underliable: a shared love for the music united us.

Experiencing Shironamhin's concert was not just a musical event; it was an emotional journey into the world of music and self-expression. I had always been fond of the band; hence, this felt like a dream coming true. As I left the venue that night, the echoes of Shironamhin's melodies lingered in my heart, and I carried with me a profound appreciation for the harmonious art of music that touched my soul.

Artificial Intelligence and the Future



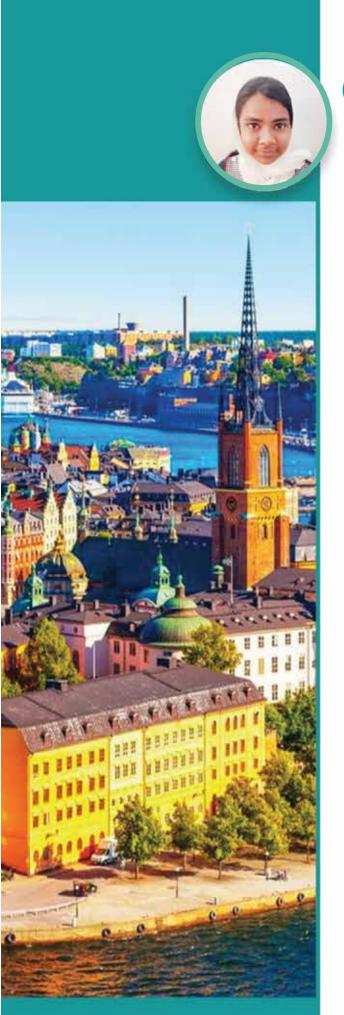


Unsurprisingly, artificial intelligence has been on the rise for a long time, improving better every day. Artificial Intelligence is becoming a daily household tool for people for various reasons. This is because AI can do multiple categories of work very effectively. The possibilities of AI range from making digital art to writing essays. With these factors come many positive traits and also many side effects. With AI getting astoundingly better day by day at a rapid pace, implementing its functions into use would be the most logical move. Al can be used to design graphics or make digital art, saving a lot of time and resources normally consumed by humans. Al can be used to revise or proofread passages. Al, unlike humans, is heading a path of being mistake-free. Hence, the information and grammatical structure of any passage it generates would be completely error-free. Al can be put into robots in factories on a grander scale of things. This would completely reduce stress on companies and people working in factories by making robots do all the tedious work.



Advanced artificial intelligence is not free of problems, though. It will be very difficult for humans to adjust to Al and coexist alongside it. Firstly, Al is detrimental to a student's education as generating an essay on any specific topic is as simple as clicking a button. Students can find shortcuts to homework and even exams, hindering their growth in knowledge. Al will also replace many jobs that people rely on to make a living and survive. With much work and pressure being handed over to AI, future generations will become substantially less willing to work and have lesser attention spans. Another reason leading to lesser attention spans is that people reduce researching certain topics and instead rely on asking Al bots such as ChatGPT about the topic. If we humans get too invested in AI, eventually, we will have to rely on it to go on in our daily lives, and without it, we would be helpless.

The rapid rise of advanced AI is undoubtedly inevitable. With major world companies pushing it further, humans will definitely enact it into our lives. AI will lead to many facilities for humans, and we will further advance in technology. Yet, it will also lead to many problems which will be difficult for us to overcome. If we work towards our problems with AI, we can overcome them, just like we have always overcome our problems throughout history.



A Trip to Sweden

Elham Tasawal Insha Class V

Going on a trip to Sweden with my family was like nothing else. We were welcomed with warmth and tranquillity from the moment we arrived in this magical nation. The beautiful landscape, charming towns, and rich history made it a perfect destination for a family vacation.

One highlight of our trip was exploring the city of Stockholm, with its picturesque canals and vibrant atmosphere. We strolled through the narrow cobblestone streets of Gamla Stan, the old town, admiring the colourful buildings and visiting historic sites such as the Royal Palace and Stockholm Cathedral. We also spent unforgettable moments at the Skansen open-air museum, immersing ourselves in Swedish culture and traditions.

Venturing into the Swedish countryside, we marvelled at the breathtaking natural beauty. Exploring the archipelago and its countless islands, we enjoyed scenic boat rides and picnics by the water. We visited the iconic ice hotel in Jukkasjarvi, where we experienced sleeping in a room made entirely of ice and snow, a unique and unforgettable experience.

We embarked on thrilling outdoor activities in the Swedish wilderness, such as hiking, biking and wildlife spotting. The vast forests and national parks provide the perfect backdrop for family adventures and bonding moments. Along with seeing moose and reindeer, we also glimpsed the elusive northern light dancing across the night sky.

Naturally, a trip to Sweden would not be complete without sampling Swedish food. We savoured traditional dishes like meatballs, cinnamon buns, and lingo berry jam, immersing ourselves in the flavours and culinary traditions of Nordic countries.

Leaving Sweden was bittersweet, as we were fond of its captivating landscapes, welcoming people, and rich history. The memories we made and the bonds we shared strengthened us as a family, and we will forever hold a special place in our hearts. Sweden indeed offered us a unique and unforgettable experience, and we left with a sense of gratitude and a desire to explore more of the world as a family.

flying for the first time

Naira Jawahir Adira Class III

I had the chance to fly in an aeroplane for the first time when I was only four. I can still remember the day. My parents accompanied me. I was very scared as strange thoughts were troubling me. While boarding the plane, we were greeted by the flight attendants. I wanted the window seat, but Ammu didn't allow it. After a while, we were asked to fasten the seat belt as the plane was going to take off. I was feeling nervous. I felt a strange sensation in the head and pain in the ears. Ammu said, "Don't worry, everything will be fine." I kept reciting 'Darud.' Later, I felt better. When I looked through the window, everything was getting smaller and smaller. I felt like I was moving over the cloud. They seemed to be huge cotton piles. We enjoyed it when the cabin served snacks and drinks. Then, I enjoyed games and movies on the TV screen. Suddenly, the plane started to wobble. I jumped up and grabbed Abbu's hands in fear. It made me upset. Abbu said, "Relax; nothing will happen." To divert my attention, Ammu said, "Naira, let's play a puzzle game." We were enjoying ourselves and having fun. Actually, it gave me comfort. After 6 hours, the plane touched the ground. Though the journey was pleasant, I was terrified and anxious during take off and landing. Flying for the first time was an exciting experience for me.



Ather Ashab Rio Class IV

I solved my first Rubik's cube. However, at first, we must know what a 'Rubik's Cube' is! A Rubik's Cube is a puzzle where you can move some sides to line up all colours, so it's solved! A famous mathematician named Erno Rubik invented a puzzle called Rubik's Cube. Now, it's a world-famous puzzle! The world record is 3.13 seconds for the 3x3 Rubik's Cube by Max Park! Now, we are going to talk about how I solved it.

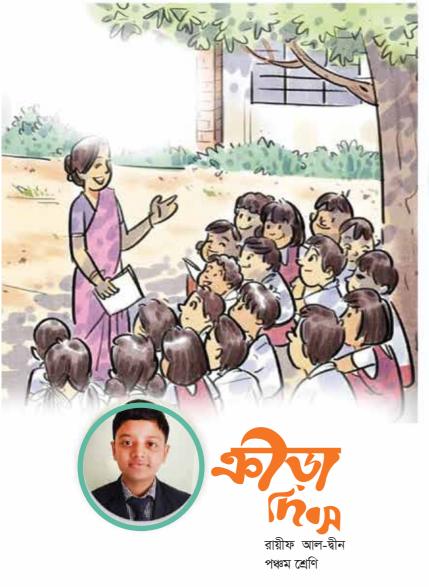
It was a cold winter; I grabbed my 3x3 Rubik's Cube and made random moves. Something popped into my head, "What if I solved it?" came to mind. Then, I solved the white cross. Basically, the first step that needs to be taken is the first layer. Then, I moved on to finishing the second layer. I used a very famous algorithm. An algorithm is a set of moves used to solve this cube. Then, I solved the yellow cross with another renowned algorithm. Then I matched the opposite edges of the cross, almost done solving the Rubik's Cube! I started to finish the corners, which was the last step in solving this cube. I used a not-so-famous algorithm. Lastly, I put the corners back with the algorithm. Boom! The cube is solved!

আয়ানা হাসান তিথি চতুর্থ শ্রেণি

প্রতি বছর শীতকালে আমার নানু বাড়িতে চডুইভাতির আয়োজন করা হয়। পরিবারের সদস্যরা যেমন আমার মা-বাবা, ভাইবোন, মামা-মামি, খালা-খালু সবাইকে নিয়ে এই চডুইভাতির আয়োজন করা হয়। আমার নানু বাড়ি চন্দনাইশ। আমরা গ্রামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই সকালে পৌঁছাতে পৌঁছাতে প্রায় দুপুর হয়ে গিয়েছিল। যখন গিয়ে দেখি আমার অন্যান্য খালাত ভাইবোনেরাও এসেছে, তখন আমার অনেক ভালো লেগেছিল, কারণ আমরা যখন একসাথে হই সবাই মিলে অনেক খেলাধুলা করি। নানুবাড়িতে খাবার দাবারের আয়োজন হচ্ছিল। রান্নাবান্না শেষ হতে হতে প্রায় তিনটা বেজে গিয়েছিল। আমরা সবাই একসাথে মজা করে খেয়েছিলাম। রাতে আমরা খেলাধুলার আয়োজন করি পরিবারের সবাই মিলে। পিলো পাসিং, মিউজিক্যাল চেয়ার ও বর্ণ দিয়ে গানের লড়াই খেলেছিলাম। আমি দুইটি খেলায় পুরক্ষার পেয়েছিলাম। ঘুমাতে ঘুমাতে প্রায় রাত তিনটা বেজে গিয়েছিল। আমি প্রতি বছর শীতের এই চডুইভাতির জন্য অপক্ষো করি। ক্রীড়া বা খেলাধুলা শিক্ষার অঙ্গ। নিয়মানুবর্তিতা জয়-পরাজয়কে সহজভাবে গ্রহণ করা প্রভৃতি গুণ ক্রীড়ার মাধ্যমে অতি সহজে অর্জিত হয়। প্রতি বছরের মত এই বছরও জানুয়ারি মাসের ১৮, ১৯ ও ২০ তারিখে বন্দর স্টেডিয়ামে আমাদের বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯ তারিখ আমরা আমাদের খেলার জন্য অনুশীলন করেছিলাম। আমরা সবাই যে খেলায় নাম দিয়েছিলাম সেসব খেলায় অংশগ্রহণ করেছি। অবশেষে আসে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত দিনটি। ২০ তারিখ আমরা সবাই সকালে স্টেডিয়ামে গিয়েছিলাম। সবাই খুব উত্তেজিত ছিলাম। খেলার মাঠকে সাজানো হয় খুব সুন্দর করে। স্টেডিয়ামের এক পাশে কিছু প্যাভিলিয়ন ছিল। প্যাভিলিয়নের মাঝখানে অভিভাবক ও প্রধান অতিথির জন্য বসার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। প্রথমে হয় পতাকা উত্তোলন, প্রতিযোগিতার কুচকাওয়াজ ও প্রধান অথিতির বক্তৃতা। তারপর অনুষ্ঠিত হয় এক এক করে শ্রেণিভিত্তিক প্রতিযোগিতা। অনেক ধরনের খেলা ছিল, যেমন উচ্চ লাফ, দীর্ঘ লাফ, বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের দৌড়, মোরগ লড়াই ইত্যাদি। আমি দড়ি লাফ, আঁকাবাঁকা দৌড় এবং বল ব্যালেসিং এ অংশ নিয়েছিলাম। এছাড়াও শিক্ষক ও অভিভাবকদের জন্য মজার মজার খেলা ছিল। প্রতিযোগিতা শেষ হলে শুরু হল পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। এর মধ্যে বিজয়ীরা খুব খুশি ছিল। আমি পুরস্কার পাইনি বটে কিন্তু যে আনন্দ পেয়েছি তার তুলনা নেই।

(9)येकर

অদ্রিতা মহাজন চতুর্থ শ্রেণি



সুষ্ট দেহ সুষ্ট মন গড়তে হলে ক্রীড়া বা খেলাধুলার বিকল্প নেই। আজ আমি আমার বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীডা দিবসের কথা লিখতে বসেছি। মন ও দেহকে সুন্থ, সতেজ ও প্রফুল্ল রাখতে খেলাধুলা করতে হবে। প্রতি বছরের মতো আমাদের স্কুল বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। অনন্য উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। বিভিন্ন ইভেন্ট ভিন্ন ভিন্ন শিশুরা জয় লাভ করে। আমিও উচ্চ লাফ ও দীর্ঘ লাফে অংশগ্রহণ করি, কিন্তু অদম্য ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বিধি বাম, জয়ী হতে পারিনি। তো কী হয়েছে! বিজয়ের আশায় আগামীতে আরো চেষ্টা করব। সফলতা তো আসবেই। পুরো বছর লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকে খেলাধুলায় অংশগ্রহণ মানসিক প্রশান্তি আনে। হাসি, উচ্ছ্নাস আর বন্ধুদের প্রাণোচ্ছল অংশগ্রহণ স্মৃতির মনিকোটায় বিরাজ করবে। ক্রীড়া দিবসে দীর্ঘ লাফ, উচ্চ লাফ ও বল কুড়ানোর জন্য আমাদের বন্দর স্টেডিয়ামে গাড়ি করে নিয়ে যাওয়া হয়। শিক্ষকদের অনুপ্রেরণা, সহযোগিতা, সহমর্মিতা আমাকে মুগ্ধ করে। সময়ের প্রয়োজনে ফিরে আসতে হয় স্বীয় আনন্দময় বিদ্যালয় ক্যাম্পাসে। এই ক্রীডা দিবসে শিক্ষকদের গুরুগম্ভীর নির্দেশনা আদর ও প্রত্যাশিত ফল আমার জীবনের পাওয়া না পাওয়ার মাঝে জগরুক থাকবে।

যদি একদিন আলাউদ্দিনের চেরাগটি পেতাম

মোজাইনা মোহিত ষষ্ঠ শ্ৰেণি

আজ রবিবার, এক মাস ছুটি কাটিয়ে আজ স্কুলে যাচ্ছি। অনেকদিন পর বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করব, ভেতরে ভেতরে এই ব্যাপারটি নিয়ে খুব খুশি। সকালে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে, নাম্ভা খেয়ে, স্কুলের কাপড় পরে মায়ের সাথে স্কুলে গেলাম। ক্লাসে ঢুকে খুব খুশি হলাম আমার বন্ধুদের দেখে।

এখন বাংলা ক্লাস, আলাউদ্দিনের চেরাগ নামে গল্পটি পড়ছি। গল্পটি যদিও সত্যি নয়, তবুও আমার পড়তে খুব ভালো লাগছে। আমি মনে মনে ভাবলাম, যদি আমি আলাউদ্দিনের চেরাগটি পেতাম, কী যে মজা হত!

টিং, টিং, টিং- বেল দিয়ে দিয়েছে। তার মানে ক্ষুল ছুটি। আমি আমার বন্ধুদের সাথে ক্লাস থেকে বের হলাম। আজকের দিনটি খুবই ভালো কেটেছে বন্ধুদের সাথে। ক্ষুলের গেটের সামনে অপেক্ষা করছি ক্ষুল বাসের জন্য। কিছু সময় পর বাস আসলো, আমি বাসে ওঠে বাসায় গেলাম। বিকেলে খেলার সময় এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটলো। আমি আমার বন্ধুদের সাথে ক্রিকেট খেলছিলাম। হঠাৎ বলটি গিয়ে পড়ল পাশের একটি ঝোপে। আমি বলটি নিতে গেলাম। বল নিয়ে যখন ফিরছিলাম তখন দেখলাম ঘাসের ভেতর কিছু একটি চক চক করছে। আমি গিয়ে দেখলাম একটি পুরানো চেরাগ, কিন্তু এখনো তার একটি অংশ নতুন এর মতো রয়ে গেছে। দেখে মনে হচ্ছে জায়গাটি সবসময় ঘসা হয়।

আমি চেরাগটি হাতে নিলাম, আর তার গায়ে লেগে থাকা ময়লাগুলোকে হাত দিয়ে পরিষ্কার করলাম। হঠাৎ আমার আশে পাশে কালো ধোঁয়ায় ভরে গেল। আমি চোখে কিছুই দেখছিলাম না। নিঃশ্বাস নিতে খুবই কষ্ট হচ্ছিল। হঠাৎ দেখলাম কালো ধোঁয়ার মাঝখানে এক নীল রঙের অদ্ভুত ধোঁয়ার ভেতর এক দৈত্য। দৈত্যটির কোন পা নাই। সিনেমাতে যেমন কতগুলো সাদা ভূত থাকে, ঠিক সেই রকম।

আমি এমন ভয় পেলাম যে লাফ দিয়ে পেছনে ঘাসের উপরে গিয়ে পড়লাম। হঠাৎ করে দৈত্যটি কথা বলা গুরু করল। প্রথমে কিছুই বুঝলাম না। তারপর বুঝেছি, সে তার নাম বলছিল। তারা নাম ছিল জিনি। সে আবার কথা বলা গুরু করল।

দৈত্যটি বলল, "আপনার দাস আপনার সামনে উপস্থিত। হুকুম করুন। এক্ষুণি তালিম হবে।"

"আমার মনে হল যেন এই লাইনটি কোথায় গুনেছি। মনে পড়ল এটি "আলাউদ্দিনের চেরাগ" গল্পটিতে পড়েছি। ধীরে ধীরে সব বুঝলাম, চেরাগটি কীসের ছিল, আর দৈত্যটি কে। যদি আজ আদু জাই বেঁচে খাক, তেন মাহ্দিন ফাইক্লজ ষষ্ঠ শ্রেণি

আজ সেই বহুল আকাজ্জ্মিত পরীক্ষার ফল ঘোষণার দিন। আদুভাই ও তার বন্ধুরা মিলে রেজাল্ট দেখতে গেলেন। রেজাল্ট দেখে সবাই অবাক হয়ে আদুভাইয়ের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। আদুভাই ক্লাস এইটে প্রমোশন পেয়েছেন! এবং শুধু প্রমোশন না, তিনি ফার্স্ট হয়েছেন। তিনি যে দিনটির জন্য বছরের পর বছর অপেক্ষা করেছেন, সে দিনটি আজ এসেছে। আদুভাই আজ অনেক খুশি। তিনি বিশ্বাসই করতে পারছেন না যে তিনি প্রমোশন পেয়েছেন। তিনি ছুটে গিয়ে সবার জন্য মিষ্টি কিনে আনলেন। আদুভাই এর প্রমোশন হওয়াতে পুরো ক্ষুল খুশি হয়েছিলো।

পরদিনই, আদুভাই তার প্রমোশন উদ্যাপন করার জন্যে একটি বড় উৎসবের আয়োজন করলেন। তিনি ঠিক করছেন, তিনি নিজেই সব কাজ একা নিজের হাতে করবেন। তিনি উৎসবের জন্য তিনজন বাবুর্চি ঠিক করলেন। আদুভাই সবাইকে বললেন, কোথাও যাতে কোন কিছু অসম্পূর্ণ না থাকে। তিনি এই উৎসবের সবকিছু ঠিক মতো চান। তিনি ঠিক করলেন শুক্রবার সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত এই উৎসবটি চলবে। উৎসবটি তার বাড়ির উঠানেই হবে। আদুভাই নিজ হাতে সবাইকে চিঠি লিখে তাদেরকে উৎসবে দাওয়াত দিয়েছেন। তিনি এ উৎসবের জন্য নতুন জামা-কাপড় ও জুতো কিনলেন। সাথে একটা নতুন চশমাও কিনলেন। তিনি সবাইকে এ উৎসবে লাল কাপড় পরতে বলেছেন। তিনি বিশ্বাস করেন খুশি হলে সবাইকে লাল কাপড় পরলে ভাল দেখায়। কারণ, তার পছন্দের রঙ লাল।

আজ শুক্রবার। আদুভাই ভোরবেলা উঠে বাবুর্চিসহ রান্না করা শুরু করলেন। সব মানুষ সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে আদুভাইয়ের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। কিছুক্ষণ পর, আদুভাইয়ের ক্ষুলের অধ্যক্ষ ও শিক্ষক-শিক্ষিকা এসে উপস্থিত হলেন। আদুভাই তার অধ্যক্ষকে পায়ে ধরে সালাম করলেন এবং সবাইকে নিয়ে গিয়ে বসালেন। কিছুক্ষণ পরেই শুরু হলো, গান বাজনা। গান বাজনা করতে করতে কখন যে দুপুর ২:০০টা বেজে গেল, কেউ টেরও পেল না। তারপর, সবাই মিলে খাওয়া দাওয়া শুরু করল। আদুভাই এর রান্না করা বিরিয়ানি নাকি খেতে সেই ম্বাদ হয়েছে। সবাই তার রান্নার প্রশংসা করলেন। আদুভাই নিজেই অনেক মজা করে খেয়েছেন। খাওয়া শেষ করে সবাই গানের কলি নিয়ে খেলতে খেলতে, সন্ধ্যা গড়িয়ে এলো। সবাই একে একে নিজের বাড়ি ফিরে গেলেন। যাওয়ার সময় আদুভাই সবাইকে একটি করে লাল গোলাপ উপহার হিসেবে দিলেন।

শুক্রবারের অনুষ্ঠানে এইসব কিছুই আদুভাই করতেন, যদি আজ আদুভাই বেঁচে থাকতেন। কিন্তু আফসোস! আদুভাই অনুষ্ঠানের দিন ভোরবেলা মারা গিয়েছেন। আদুভাইয়ের নিমন্ত্রণে সকলেই এসেছিলেন ঠিকই কিন্তু সকলে আনন্দ করার বদলে দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আদুভাইয়ের জানাযা পড়ে বাড়ি ফিরলেন।



একদা এক ছোষ্ট শহরে এক সুখি দম্পত্তি বাস করতো। তাদের একটি ছোষ্ট ছেলে ছিল। সে ছিল তার বাবা-মায়ের চোখের মনি। ছেলেটির নাম ছিল জোনাস। সে যখন যা চাইতো, তাই সে পেত। তাকে কোন প্রশ্ন ছাড়া তার বাবা মা সব কিছু কিনে দিত। জোনাস যখন বড় হলো, সে পুরো দিন টিভি দেখতো, মাঝরাতের পর ঘুমানো যেন তার অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। তার মা-বাবা চাইতো সে বাইরে যাক, বন্ধুদের সাথে খেলাধুলা ও মেলামেশা করুক; কিন্তু তারা ওকে কিছুই বলতে পারত না। তারা জোনাসকে অনেক ভালোবাসত এবং তাকে পৃথিবীর সকল খুশি দিতে চাইত। সে যত বড় হচ্ছিল, তার জেদ তত বেড়ে চলছিল। সে একজন খুবই অলস ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছিল। সে যখনই কোনো কাজ করতে যেত তার অলসতা তাকে টেনে ধরত। এছাড়াও তার অসততা ও জেদ তাকে তার বন্ধুদের কাছ থেকেও দূরে সরিয়ে দিয়েছিল। জোনাস সবসময় একা এবং ক্লান্ত থাকতো।

একদিন খুব সুন্দর এক সকালে জোনাস খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে পড়ে। সে নিজেও খুব অবাক হলো। সে জামা কাপড় পরে একটি পার্কে ঘুরতে যায়, সেখানে তার দেখা হয় এক মালির সাথে। মালিটি জোনাসকে বলল, এত সুন্দর বাগানটি খুব তাড়াতাড়ি শেষ হতে চলেছে। জোনাস তার দিকে অবাক হয়ে তাকায় এবং বলে, "আপনি কী বলতে চান"। মালিটি জোনাসকে কিছু গাছের আশেপাশে ওঠা বিষাক্ত আগাছা দেখিয়ে বলল, "এগুলির কারণে গাছগুলো খুব তাড়াতাড়ি মারা যাবে। আমি একা এসব তুলতে পারব না।" জোনাস সাহায্য করতে হাত বাড়িয়ে দিল। তারা দুজন মিলে প্রায় ঘণ্টা খানেকের মধ্যে আগাছাগুলো তুলে নিল। জোনাস বুঝতে পারল, কোনো ভালো কাজের জন্য ধৈর্য ও অধ্যাবসায় থাকলেই যথেষ্ট। তারপর থেকে সে একটি সুশৃঙ্খল জীবন যাপন গুরু করল। সে মানুষের কাছ থেকে সম্মানও পেল সেই সঙ্গে পেল একটি ভাল সুষ্থ জীবন। পাচ্ছিলাম, অবশেষে পার হতে সক্ষম হলাম। জাহাজে উঠার সঙ্গে সঙ্গে আমরা নিজ নিজ আসনে বসে পড়লাম। অল্প কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর জাহাজের লম্বা ডাকের মাধ্যমে আমাদের নৌভ্রমণের সূচনা হল। সমুদ্রের অপরূপ দৃশ্যে আমরা বিমোহিত ছিলাম। এতো মানুষের ভিড়ে মনের মতো করে এ যাত্রা উপভোগ করতে পারলাম না। যখন সমুদ্রের মাঝখানে গেলাম তখন চারিপাশের সৌন্দর্য, জাহাজের আশেপাশে উড়ন্ত সিগাল, দূরের দ্বীপগুলো; সবকিছুর সৌন্দর্য বর্ণনাতীত ছিল।

অবশেষে সারিবদ্ধ নারিকেল ও কেয়া গাছ, শ্বচ্ছ সমুদ্রের পানি, ব্যস্ত দোকান-পাট ও পর্যটকদের আনন্দ-উৎসাহে ভরপুর দ্বীপটির দেখা পাওয়ার পর বুঝতে পারলাম, এটাই সেন্টমার্টিন। তবে জাহাজ থেকে নামার সময় অসংখ্য মানুষের ভিড় ও প্রচুর রোদের ফলে আমাদের বেশ ক্লান্তি অনুভব হল। জাহাজ থেকে নামার পর চলে গেলাম 'সীমানা পেরিয়ে সেন্ট মার্টিনে' নামক রিসোর্টে আমাদের তিন দিনের ভ্রমণে থাকার জন্য। সেখানে ছিল বেশ কিছু কটেজ। আমরা প্রস্তুত হয়ে সেখানকার রেন্ডোরাঁয় দুপুরের খাবার সেরে এগোলাম সমুদ্র সৈকতের দিকে। সেখানে সূর্যান্ত উপভোগ করলাম। রাতে ছোট-বড় সবাই মিলে নানা খেলায় মেতে উঠলাম।

পরের দিনও সকাল সকাল সমুদ্রের তীরে যাওয়া হলো। বিকেলে ছেঁড়া দ্বীপে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। ছেঁড়া দ্বীপের একটি বিশ্ময়কর বিশেষত্ব হল এই দ্বীপটি জোয়ারের সময় পানির নিচে ডুবে সেন্ট মার্টিন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং ভাটার সময় এটি আবার ভেসে সেন্ট মার্টিনের সাথে যুক্ত হয়। আমরা বেলা ৩:০০ টার দিকে ভ্যানে করে রওয়ানা হলাম ছেঁড়া দ্বীপের উদ্দেশ্যে। ভ্যানে চড়ার অনুভূতিটাই অন্যরকম; অনেক মজার। চারিপাশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও ঠান্ডা হিমেল হাওয়া উপভোগ করতে করতে পৌঁছে গেলাম প্রথম দ্বীপ নিঝুম দ্বীপে। এরপর ছিল অসংখ্য প্রবাল। সবচেয়ে দূরে অবন্থিত ছিল ছেঁড়া দ্বীপ। দ্বীপগুলোর দূরত্ব দেখে আমার একটু চিন্তা হচ্ছিল "যদি আমরা সূর্যান্তের আগে ফিরে আসতে না পারি!" তবে আমরা দ্বীপটি ডুবে যাওয়ার আগেই চলে আসতে সক্ষম হয়েছি। দ্বীপগুলোর ভেতর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় দেখা পেলাম হাজারো প্রবালের। এমন কী , প্রবাল দিয়ে গঠিত একটি ছোট পাহাড়েরও দেখা পেলাম। যদিও আমরা সবাই হাঁটতে হাঁটতে বেশ ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলাম, তবুও সবার সাথে ছবি তুলে, জায়গাটি উপভোগ করে ও সূর্যান্তের রঙিন রূপ দেখে আমরা আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে গেলাম। রাতে কটেজে ফেরার সময় অসংখ্য তারার উজ্জ্বল আলোতে আকাশ চিক চিক করার দৃশ্যটি মনোলভা ছিল। কটেজে রাতের খাবার হিসেবে বার-বি-কিউর আয়োজন করা হল।

তৃতীয় দিনে আমরা ভোরে ভোরে চলে গেলাম সমুদ্র সৈকতে। উদ্দেশ্য ছিল মাছ দেখা। প্রবালের আনাচে-কানাচে এতগুলো প্রজাতি ও রঙের মাছ দেখে আমরা অভিভূত হলাম। শুধু মাছই নয়, কাকড়া ও বিভিন্ন ধরনের শামুকও দেখলাম। মাছ দেখতে দেখতে এক পর্যায়ে আমরা একটু দূরে চলে গিয়েছি-লাম। তখন জোয়ার হওয়াতে পানির ঢেউ বাড়া শুরু করল। হঠাৎ মনে হলো আমরা যদি আবার ফিরে যেতে না পারি। আমরা খুব তাড়াতাড়ি তীরের দিকে ছুটলাম। এরপর কটেজে গিয়ে ব্যাগ গোছানো আরম্ভ করলাম। অবশেষে আবার সমুদ্র সৈকত থেকে ঘুরে এসে এবং দুপুরের খাবার সেরে আমরা বাসায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে জাহাজে উঠলাম।

অনেক দিন পর পরিবার এবং আত্মীয়-স্বজনদের সাথে কোথাও বেড়াতে যাওয়া অত্যন্ত আনন্দময় ছিল। এই ভ্রমণটি আসলেই ভুলবার নয়।

বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি! দেশে দেশে কত-না নগর রাজধানী-মানুষের কত কীর্তি, কত নদী গিরি সিন্ধু মরু, কত-না অজানা জীব, কত না অপরিচিত তরু, রয়ে গেল অগোচরে।' - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নিত্যদিনের ব্যস্ত জীবনের মাঝে কোথাও ভ্রমণ করার মজাটাই আলাদা। ভ্রমণ আমাদের একঘেয়ে জীবনে বিপুল আনন্দ সঞ্চার করে। বিভিন্ন কারণে মানুষ ভ্রমণ করে। সেটা পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো হোক, কোনো বিশেষ কাজে হোক বা বেড়াতে যাওয়া হোক। অনেকেই আবার অজানাকে জানার উদ্দেশ্য নিয়ে অপরিচিত পৃথিবীর দুয়ার খুলে বের হয়ে পড়ে।

গত বছর ডিসেম্বর মাসে আমরা আমাদের আত্মীয়-ম্বজনদের সঙ্গে সেন্ট মার্টিন ভ্রমণের পরিকল্পনা করলাম। বিপুল উৎসাহে আমি, আমার মামাতো ও খালাতো ভাই-বোনেরা মিলে কী কী খেলা যায় এর চিন্তা-ভাবনা করে ফেললাম। সপ্তাহখানেক অপেক্ষার পর রাত দুইটার দিকে বাস স্টেশনে একত্রিত হলাম সবাই। আমাদের কয়েকজন আত্মীয় যাত্রা আরম্ভ করল ঢাকা থেকে, আর আমরা উঠলাম চউগ্রাম থেকে। যদিও অনেক রাত ছিল, তবুও আমরা সবাই না ঘুমিয়ে গল্প শুরু করলাম। খানেকক্ষণ পর আমার ঘুম চলে এল। ঘুম ভাঙার পর দেখলাম বাসের চারিপাশ ঘন কুয়াশায় ঢাকা পড়েছে। তখন প্রায় ভোর চারটা। আমাদের বাস একটি রেন্তোরাঁয় এসে থামল। প্রচণ্ড শীতে কাঁপতে কাঁপতে ধূসর কুয়াশায় ঢাকা পড়া পরিবেশের দৃশ্য দেখার অভিপ্রায়ে আমি ও আমার খালাতো বোন বাস থেকে নেমে পড়লাম। কী বিশ্ময়কর দৃশ্য ! কুয়াশার কারণে স্বদিক অন্ধকার। কিছুক্ষণ পর আমরা আবার বাসে উঠে রওনা হলাম টেকনাফের উদ্দেশ্যে।

সকাল সকাল ঘুম ভাঙার পর দেখলাম ভাঙা রাস্তা ও কুয়াশাচ্ছন্ন প্রকৃতি পেরিয়ে আমরা পৌঁছে গেলাম টেকনাফে। একটি রেস্তোরাঁয় সকালের নাশ্তা শেষ করে সবাই প্রস্তুত হলাম জাহাজে উঠার জন্য।

জাহাজে উঠার পথটি বেশ দীর্ঘ ছিল। প্রচুর হাঁটলাম। অবশেষে পৌঁছা-লাম জাহাজের কাছে এবং দেখা পেলাম দুটি সরু কাঠের মইয়ের। সেগুলো অতিক্রম করেই জাহাজে উঠতে হবে। যদিও আমি একটু ভয়



'लाल प्याफ़ा आसिं'

হাসান আজিজুল হক মুহাম্মদ মুসলিম উদ্দীন (মামুন মুনতাসির) শিক্ষক, বাংলা বিভাগ

দু'পাওয়ালা প্রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর নাকি পাখি; <mark>মানুষ নয়। কথাটি</mark> আমার না, বলেছে একটি ঘোড়া। ঘোড়ার বয়ানে মানুষ কেমন তা তুলে ধরব আজকের পর্বে। তুমি নিশ্চই ব্যথা পেলে কাঁদো, আর মজা পেলে হাসো-তাই না? তোমার আবেগ, বিবেক, অনুভূতি, হাসি, কান্না, শীত, গরম সবই অনুভূত হয়, তুমি কি জানো- ঠিক তোমার মতো করে ঘোড়াও অনুভব করে সব? তবে বলছি, শোনো। একদিন একটি লাল ঘোড়া বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজ্বল হকের কাছে এসে তার জীবনের গল্প বলতে শুরু করল। তুমি হয়ত ভাবছো ঘোডা কী করে তার জীবনের গল্প বলতে পারে! এওওও কী সম্ভব! শোনো তবে, এমনটাই ঘটেছিল হাসান আজিজুল হকের অনুভূতির সঙ্গে। তিনি মন দিয়ে ঘোডাটির দুঃখভরা জীবনের গল্প শুনেছেন আর তা লিখেছেন তোমার জন্য। তুমিও যদি শুনতে চাও ঘোডাটির সেই জীবনের কাহিনি তবে এখনই ঝটপট পড়ে ফেলো হাসান আজিজুল হকের 'লাল ঘোড়া আমি' বইটি।

<u> Meurn</u>

Presidency Family expresses deepest condolence at the saddest demise of the father of Ms. Rowzatul Zannat Munmun, Chief Coordinator of the Junior School. May his departed soul rest in eternal peace. Let's pray for her bereaved family to have the courage to endure the irreparable loss.

Presidency Family



তাসলিমা আকতার আরবি শিক্ষিকা

আমাদের প্রিয় নবী দয়ার সাগর। তোমাকে দেখিনি তব পাইনি আদর। নিকষ অন্ধকারে ছিলো এ ধরা, আসিয়া করেছ তুমি সবি উজালা। হয়েছি তোমার উন্মত এই গুনাহগার, শোকর করি তাই, আমি বারবার। রোজ হাশরে চাই তোমার শাফায়াত, তুমি বিনে নাই উপায় পেতে নাজাত। হতে চাই তোমার প্রিয় উন্মাত, করিব পালন তাই সব সুন্নাত। দুনিয়ায় দেখিনি, দেখব আখিরাতে, সে আশায় বুক বাঁধি প্রতিদিনে রাতে।



পড়ার আনন্দ আজরা হাইদার পঞ্চম শ্রেণি

পড়ার মাঝে আমি পাই আনন্দ, আমার জীবনে এল প্রাণের ছন্দ । বাংলা ভাষা আমার অনেক পছন্দ, ইংরেজি পড়াও নয় মন্দ । যখন পাই পরীক্ষায় ভালো ফল, খুশিতে হয় চোখ ছল ছল । মুখে হাসি, বাড়ে মনোবল, পিতা-মাতার দোয়ায় ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল ।



জাফির ইউসুফ চৌধুরী তৃতীয় শ্রেণি

গরম কাপড় ছাড়া শীতের কাছে হারা। ঠান্ডায় হবে সর্দি ডাকতে হবে বদ্যি। তাই গরম কাপড় পরব সুষ্থ সবল থাকব।



উড়ন্ত পাখি, দুরন্ত মন

রোজ সকালে উঠি আমি, ভোরের পাথির গানে। মনটা যেন দুরন্ত আমার, উড়ন্ত পাথির গানে।

পঞ্চম শ্রেণি

আকাশে পাখি উড়ে, কী যে আনন্দ লাগে! মন কী যে করে। পাখির মত উড়তে।

বন্ধু পাখি ভালো থেকো, সুখে থেকো রোজ। এমনি করেই পারি যেন, নিতে তোমার খোঁজ।



২১শে ফেব্রুয়ারি

হুমাইদুর রহমান তৃতীয় শ্রেণি

বাংলা আমার মাতৃভাষা বাংলা জন্মভূমি বাংলা জন্মভূমি সবাই মিলে বলি। সালাম, রফিক, বরকত, জব্বার দিয়েছিলেন প্রাণ, ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা দিবস চির অস্লান। বিশ্ববাসী চেনে মোদের ভাষার তরে ত্যাগ, বাংলার জন্য লড়েছি মোরা কাটাতে করাল মেঘ ।





নওশিন তারান্নুম আহমেদ পঞ্চম শ্রেণি

বাংলা, তুমি ছিলে বাঙালির, ধীরে ধীরে তুমি হলে বিশ্ববাসীর। ফাগুনের দখিনা হাওয়ায় দৃঢ় ভঙ্গিতে তুমি দাঁড়িয়ে শহিদ মিনার।

পরতে পরতে বাংলা বর্ণ লেখা, মেয়েরা পরে সাদা-কালো শাড়ি, শহিদ মিনারে পাঁচটি খুঁটি দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি।

২১শে ফেব্রুয়ারিতে উত্তাল হলো ঢাকার রাজপথ, শহিদ হলো অনেকেই, সাথে সালাম, রফিক, শফিক, জব্বার ও বরকত।

সেদিন গুচ্ছ গুচ্ছ ফুটেছিল রাঙা কৃষ্ণচূড়া, ২১শে ফেব্রুয়ারিতে মিছিল করেছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা।

শ্বাধীন হলো বাংলাদেশ একাত্তরে। শহিদ দিবস উদযাপিত হয় বাঙালির ঘরে ঘরে।

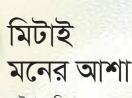


আমার বাংলা ভাষা

ইবতিদা মাহমুদ সপ্তম শ্রেণি

আমার বাংলা ভাষা, যেথায় আমার প্রাণ খোলে। জাগে শ্রদ্ধা ভাষা শহিদদের জন্যে। আমার বাংলা ভাষা, বিজয় করেছে বটে, বিজয়ের উল্লাসে কেঁপে উঠেছে ভূমি ও গগনে। আমার বাংলা ভাষা, যেথায় মুক্ত হয় চিত্ত, শব্দের মাধুর্যে কিংবা কবিতার মিষ্টত্বে। আমার বাংলা ভাষা, যেথায় শোনা যায় সংগীতের মধুর টান, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নজরুল ইসলাম কিংবা এস.ডি. বর্মন। আমার বাংলা ভাষা, যেথায় লিপিবদ্ধ সমৃদ্ধ ইতিহাস, মুঘল-ব্রিটিশ-পশ্চিমের হাজারো প্রকাশ। আমার বাংলা ভাষা, আমার মায়ের প্রিয়তম, সেই ভাষাকে কেমন করে উপেক্ষা করি বল?





রাইদা তাকিয়া সপ্তম শ্রেণি

বাংলা আমার জীবন বাংলা আমার মরণ বাংলা আমার গর্ব বাংলা আমার গর্ব বাংলা আমার অহংকার। জন্মেছি এই বাংলায়, বাংলায় কথা বলি। বাংলা আমার মায়ের ভাষা,বাংলাকে ভালোবাসি। এই ভাষার জন্য দিয়েছে প্রাণ সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার আরো কত জন। স্মৃতির মাঝে থাকবে তাঁরা, থাকবে হৃদয় জুড়ে, তাঁদের জন্য পেয়েছি আজ মোদের বাংলা ভাষা, স্বাধীনভাবে পথ চলে যাই, মিটাই মনের আশা। ভালোবাসি বাংলা আর ভালোবাসি ভাষা, বাংলা ভাষায় কাঁদি-হাসি, স্বপ্ন দেখে চলি



Exciting Day Out!

With the colourful vibes of Spring, the students of Playgroup to Class II enjoyed their most awaited Day Out at Foy's Amusement Park and Zoo this year also. The young explorers were delighted by singing, exploring, and enjoying different rides. The sight of their favourite animals in the zoo and delicious meals added to the excitement and created a memorable day that strengthened their emotional bonding with each other.

Reported by Tanjina Parvez, Dept. of English

54



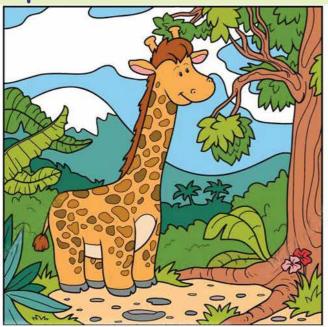


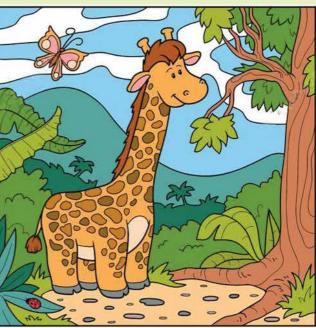
Let's help the fish to find her mother





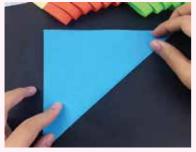
Spot The Differences



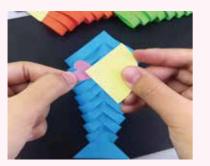


Use a colour pencil to mark the differences between the pictures A and B. Take a picture and send it to your class teacher.

Craft is easy to do!

















Submit this craft to your teacher. Best craft will be awarded. Only for KG, I and II

Snails can sleep for up to three years at a time.



Did

You

Dolphins sleep with one eye open.



A hippopotamus can run faster than a man.



A sea turtle can live for more than 100 years. That's longer than human and elephants.



If you keep a goldfish in a dark room, it will lose its colour.



Some dinosaurs had tails over 13 m

(45 feet long.

We Know Crafting



How stunning! What an amazing craft maker you are ! We have received beautiful craft 'Bear face' this time.



Best Craft Makers

Winners of Spot the Differences



Prize Giving Ceremony of Art Competition

The prize-giving ceremony of the Art Competition of glorious Victory Day was held on 14 January, 2024 at Junior School premises. The students of Playgroup to Class II were awarded for their excellent performance.

Earlier, the young souls of our Junior School exhibited their love for the country through their heart-touching pictures as they competed with their classmates in the Victory Day Art Competition, 2023. It was a very tough challenge for the judges to pick the best artist!

The Honourable Vice Principal, Senior School, Mr. E U M Intekhab was present as the Chief Guest to encourage the students by distributing the prizes. Respected Vice Principal, Junior School, Mr. Firoz Ahmed and School Head, Ms. Salma Akter were also present to enlighten the programme. While distributing the prizes, their motivational speeches encouraged the students.

Reported by Arab Meah, Dept. of Arts & Crafts



Winners of the Art Competition smilingly posing with the chief guest, Mr. E U M Intekhab, Vice Principal, Senior School Playaroup, Nursery & KG



My First Ramadan MD. Abiyad Class I

Ш



On that day of Ramadan, I woke up at 4:05 am. I ate sehri. My mom cooked some delicious food. I offered Fajr prayer and then went to bed. I got up at 9:00 am. After that I recited Quran "Surah Mulk". I did not eat anything whole day. I talked very less and tried to keep myself busy in reading books and Quran. I was exhausted. I had my iftar on time. It was such a good day.



Inauguration of Teachers', Officers' & Staff's Tournament 2024

With cheerful and enthusiastic energy, the inauguration of the Teachers', Officers' and Staff's Badminton, Dart, and Basketball Shooting Tournament 2024 was held on 6 February, 2024 at Junior School premises.

The tournament was inaugurated by the Chief Guest, Honourable Rector, Presidency Education, Dr. Imam Hasan Reza, accompanied by respected Vice Principal, Mr. Firoz Ahmed, School Head, Ms. Salma Akter, and Chief Coordinator, Ms. Rowzatul Zannat.

The tournament aimed to re-unite the teachers, officers, and staff, boost their participation, and exhilarate them to be involved in the school's progress. The Chief Guest and Vice Principal jointly set off the tournament by participating in a friendly match. The participants were all charged up to go head to head with their opponents to give them a hard time in their respective games.

Reported by Jannatul Mawa, Dept. of English

Teacher



Mohammed Sajidul Islam Class II

I am glad that you are my teacher. I enjoy your lesson every day. You teach me with your kindness. Your smile is heavenly. I am thankful for all that you are doing for me. I just want to say, You are the best teacher.



Rector, Presidency Education, Dr. Imam Hasan Reza accompanied by Mr. Firoz Ahmed, Vice Principal, Junior Schood initiated the Teachers', Offiecers'& Staff's Tournament with a friendly match



The Time Alice Saw a Ghost



Mahnoor Maawa Class II

One day, Alice was looking in the mirror. After some time, she saw a face looking back at her. She screamed in fear and asked, "Who are you?" The ghost took a knife and split its head into two parts. She screamed again, and the ghost shouted, "Shut up!" "Tell me, who are you?" she asked. The ghost threw the knife at her and cut her arm. She shouted in pain, and then the ghost left Alice alone. Suudenly she woke up and understood that was a bsd dream.



S. M. Yousuf Jamal Ayaaz Class I



Last year, I went to Bangkok with my family. At first, we went to the airport by car. Then, we entered the airport. Next, we went to the immigration side and kept our luggage. We waited in the lounge for our flight. Later, we reached Bangkok safely. There, we booked a taxi for our hotel. It was a 5-star hotel. The hotel had a swimming pool, a gym, a spa centre and a restaurant. The next day, we went to the Safari World. We saw many live shows and animals like tigers, lions, snakes, zebras, bears, deer and oxen. We also went to see the aquarium, Madame Tussauds Museum and Dream World. We did lots of shopping there. After that, we visited many big shopping malls like Siam, Iconsiam, Platinum, Terminal 21 and MBK. We tasted Thai food and visited McDonald's, KFC, Domino's, Taco Bell and Burger King. I had an amazing holiday trip in Bangkok.



Home Alone Waziha Binte Monjur Class II



One day, a little boy named Peter was alone at home. He was looking out of the window. Peter was upset because he had no brother or friend to play with him. He looked at the other boys who were playing in the park, but he was playing only with his teddy bear. All of a sudden, it started to rain heavily. But a few minutes later, the weather became sunny. In the evening, Peter's father came back from his work and took him to the park after seeing his mental condition. He made some friends there and started to play with them. In the end, Peter was really happy to have a nice day.

Cox's Bazar Tour

Shanaya SharlinTwinkle Class II



Last year, on 4 August, we went to Cox's Bazar. I was very happy because all of my family members were with me. We stayed there at the Seagull Hotel. I loved their big swimming pool. There was also a hot-water pool. I also went to the sea beach. There, I played with sand and made a sand castle. I also cooked with sand. I played in the water, too. Then, we went to Mini Bangladesh by a jeep. A little girl gifted me a crown made of flowers. The next day, we enjoyed the buffet breakfast. We stayed there for three days. Then, we came back. I enjoyed the tour a lot. I also learned that it is the world's longest sea beach. I will go there again and again.

রফিকের রুমাল

মাহিয়া মরিয়াম (শিক্ষিকা, জুনিয়র স্কুল)

খুব ব্যস্ততায় কাটছে দিন। পরশু থেকে পরীক্ষা শুরু; বইয়ে মুখ গুঁজে থাকার সময় এখন। এর মধ্যে আবার টিউশানে হাজিরা দিতে যেতে হয়। তার উপর পরীক্ষা হবে কি হবে না, তা নিয়ে বেশ উদ্বিগ্ন আছি। গন্ডগোল চলছে দেশব্যাপী। শুনলাম ১৪৪ ধারাও জারি হয়েছে। কিন্তু প্রফেসরকে জিজ্ঞেস করায় বললেন, "গন্ডগোল বাইরের বিষয়। পরীক্ষার সময় পরীক্ষা হয়ে যাবে ঠিকই। আবার এদিকে আমাদের একনিষ্ঠ গুগুচর, পিয়ন রিদোয়ান কাকু বললেন, "পরীক্ষা পিছিয়ে যাবে নির্ঘাৎ।"

বেলা ১২টার দিকে রুমমেট রিয়ার মোবাইল ফোনের আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেলো। ছুটির দিনে মেডিকেল হোস্টেলে আমাদের সকাল হয় প্রায় দুপুরে। সে হিসেবে সকাল সকালই ঘুমটা ভেঙে গেলো। আমাদেরই মেডিকেল কলেজের ডাক্তার মোস্তফার সাথে রিয়ার বিয়ে সামনের মাসে। গত এক সপ্তাহ ধরে তার ফোনের কল্যাণে বিয়ের ফিরিস্তি শুনে যাচ্ছি। একবার করে ফোন রাখে, আর আমার সাথে প্র্যানিং করে কি করলে কি হবে। যাই হোক, টিউশানে যাওয়া ক্যানসেল করবো ভাবছি। কারণ রেডিওতে শুনলাম পরিস্থিতি আজ একটু বেশিই থমথমে। ক্যাম্পাসের বাইরে যাওয়া যাবে না।ক্যান্টিন থেকে নাস্তা করে রশিদ চাচার টং দোকানে চা খেতে বসেছি। তখনই দেখিএকদল মানুষ দৌড়ে এদিকে আসছে। দূর থেকে গুলির আওয়াজ, গাড়ির সাইরেন ভেসে আসছে।

আমরি বাংলা ভাষা উযাইর রাজিন দ্বিতীয় শ্রেণি

alient

-

বিশ্বের ইতিহাসে বাংলাদেশকে প্রথম ভাষার জন্য জীবন দিতে হয়েছে ।কেননা আমাদের মায়ের মুখের ভাষা বাংলা হলেও তৎকালীন পাকিস্তান সরকার উর্দুকে আমাদের রাষ্ট্রভাষা করার চেষ্টা করে ।১৯৫২ সালে রাষ্ট্রভাষা বাংলা প্রতিষ্ঠার দাবিতে বাংলার দামাল ছেলেরা মিছিল বের করে । ঐ দিনে পুলিশের গুলিতে সালাম, রফিক, শফিক, বরকত ও জব্বারসহ আরো অনেকে শহিদ হন । ১৯৫৪ সালে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করতে বাধ্য হয় পাকিস্তান সরকার । আমরা ছাড়া আর কে পারে ভালবাসতে! আমরা ছাড়া আর কে দিয়েছিল ভাষার জন্য রক্ত! আমাদের ভাষা, আমাদের অহংকার । বাংলাদেশে শহিদদের স্মরণে শহিদ মিনার তৈরি করা হয়েছে । প্রতি বছর ২১শে ফেব্রুয়ারিতে ফুল দিয়ে শুদ্ধা জানানো হয় । এখন সারা বিশ্বে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে দিনটি পালন করা হয় । সবখানে ছুটোছুটি লেগে গেলো। কিছু বুঝে উঠার আগেই মুহুর্মুহু গুলির শব্দে ভরে গেলো চারপাশ। কোনমতে দোকানের আডালে নিজেকে রক্ষা করলাম। আমার সাথে আরো কয়েক জন কাস্টমার। গুলির আওয়াজ থেমে আসতেই কাঁপতে কাঁপতে দোকানের বাইরে পা রাখলাম। চারপাশে তাকিয়ে চোখ বড় বড় হয়ে গেলো। আমি যেন রণক্ষেত্রে এসে পড়েছি। একদম চোখের সামনেই একটা লাশ। আরে এ রফিক না? আমাদের ক্লাবের বার্ষিক অনুষ্ঠানের সমস্ত কার্ড-ফেস্ট্রন তো রফিকদের প্রেস থেকেই বানিয়েছিলাম। আর অবাক-অবাক চেহারার সেই রফিকের লাশ এখন আমার পায়ের কাছে! ভাবা যায় না। তার পকেট থেকে উঁকি দিচ্ছে একটা নীল রুমাল। কাঁপা কাঁপা হাতে ওটা নিতে যাব, তখনই......"মাহি !" এক ডাকে ঘুম ভাঙলো। দেখি রিয়া আমাকে ডাকছে। আমি চোখ খুলে বুঝার চেষ্টা করলাম কোথায় আছি। দেয়ালের ক্যালেন্ডারে লেখা ২০২৪! আর পাশের টেবিলে তাকিয়ে দেখি একটা নীল রুমাল রাখা। তখন মনে পড়লো, গতকাল হোস্টেলে আসার সময় এই সুন্দর রুমালটা কুড়িয়ে পেয়েছি। রুমালে কাঁচা হাতে লেখা ছিলো 'রফিক'। আর এদিকে সামনে ২১শে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে আমাদের ক্লাবের অনুষ্ঠান আছে। অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি, পড়াশোনার চাপ, টিউশানের যন্ত্রণা সব মিলিয়ে অপূর্ণ ঘুমের ফসল হিসেবে স্বপ্নে ঘুরে এলাম বিভীষিকাময় বায়ানু থেকে।

ছুটির দিন উম্মেহ ফাতেমা ফাইরুজ দ্বিতীয় শ্রেণি



এবার শীতের ছুটিতে আমার পরিবারসহ সবাই কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে বেড়াতে যাই। সকালে উঠেই বাসে করে আমরা রওনা হই। কক্সবাজার পৌঁছানোর পর সবচেয়ে অবাক হলাম সমুদ্রের বিশালতা দেখে। সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দ,পানির উচ্চতা সবই ছিল অবাক করার মত। সেখানে আমরা নানা রকম সামুদ্রিক মাছ, ভর্তা খেয়েছিলাম, যা ছিল অনেক সুস্বাদু। আমরা অনেক ঝিনুকও সংগ্রহ করেছিলাম। আমরা রাতের বেলায়ও সমুদ্র দেখতে গিয়েছিলাম। রাতের সমুদ্র অনেক সুন্দর। ফিরে আসার সময়ে আমার আব্বু বললেন, শীঘ্রই আবার আমাকে এখানে ঘুরতে নিয়ে আসবেন। যা গুনে আমি খুবই খুশি হয়েছিলাম। কারণ, এইবারের অভিজ্ঞতা ছিল সত্যিই অসাধারণ।





রঙে রাঙাই বর্ণমালা ও বাংল

123

তা

যারা মাতৃভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছে তাদের আত্মত্যাগের কথা কখনোই ভুলবার নয়। এজন্য তাদেরকে স্মরণ রাখতে প্রতিবছর একুশে ফেব্রুয়ারি বা আর্গ্রজাতিক মাতৃভাষা পালিত হয়। এই দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকে। প্রেসিডেন্সি স্কুলও তার ব্যতিক্রম নয়। এ দিন অত্র প্রতিষ্ঠানের পেগ্রুপের শিক্ষার্থীরা বাংলা বর্ণমালাকে নতুন রঙে রাঙিয়েছিল রঙে রাঙাই বর্ণমালা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে। নার্সারির শিক্ষার্থীরা এসো বর্ণ লিখি প্রতিযোগিতার মাধ্যমে। নার্সারির শিক্ষার্থীরা এসো বর্ণ লিখি প্রতিযোগিতায় বাংলা বর্ণমালা লেখায় এক নতুন মাত্রা এনে দিয়েছিল। এছাড়া কেজি থেকে দ্বিতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীরা বাংলা হাতের লেখা প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে এ দিন জাতির ভাষা শহিদদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেছিল।

্ হা

সাঙ্গিয়া বেণন্ন শিক্ষিকা, বাংনা বিভাগ

লেখা প্রতিযোগিতার বিজয়ী ছাত্রছাত্রী

fet IIII





Water Dispenser

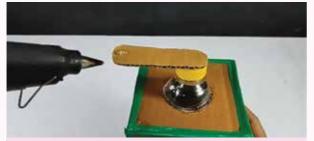
Apparatus: some cardboards, tape, a straw, a plastic bottle, two pieces of paper, a glue gun and water



Step-1: At first, take some rectangular and square shaped cardboards.



Step-3: Then, place the square shaped cardboard in the middle.



Step-5: Now put some glue to attach a small piece of cardboard on the top of the bottle cap and use tape to secure the box.



Step-7: Finally, pour some water in the empty bottle and press the button to get water from your 'water dispenser'.



Step-2: Now attach the cardboards according to the picture.



Step-4: Make a hole at the bottom of a plastic bottle. After that, attach a straw in the hole by using a glue gun and keep the bottle in the box.



Step-6: This time, take two pieces of paper written 'open' and 'close' and attach these on the small cardboard.

Your water dispenser id ready!



Playgroup

Seher Mehnaz Mohammed Arham Mahabub Aizatun Noor Ameena Sagnik Sarkar Zayan Chowdhury Mohammad Faiyaz-ul Hoque Adyan Tajwar Muhaymin Halim Reehan Itmahee sultana Saifanul Hoque Arham Mehjabin Sarah Ahmed Faizan Uddin Sumaitah Samahat Sarwa Faiza Ariba Mohammed Afsan Uddin Aryan **Rizwana Jannat** Mohammed Ayham Abrar Zayanul Hoque Umaima Kawser Arwa Arshan Chowdhury Arish Sabit Ismail Fazilatun Noor Fatima

Nursery

Yameen Anas Hossain S.M. Ishrak Bin Imran Sheik Abthahi Ahmmed Avesha Mansur Zayed Hasan Juwairiyah Binte Jahed Mayameen Nawar Chowdhury Muntazir Zaman Safir Rahman Rafan Aveesha Binte Yusuf Aleena Fatema Junaina Bhuiyan Prapty Mohammed Shoaib Bin Islam Aamir Mohammed Salim Uddin Mohammed Shuraim Sayed Saheer Uthman Alam S. M. Uzair Mamnon Hasan Ariyan Yazdan Chowdhury

KG

14th February

20th February

23rd February

24th February

26th February

27thFebruary

7th March

7th March

10th March

14th March

17th March

30th March

3rd April

4th April

11th April

12th April

15th April

17th April

18th April

19th April

. 23rd April

24th April

1st February

10th February

14th February

19th February

23rd February

27th February

8th March

8th March

9th March

12th March

13th March

23rd March

28th March

30th March

8th April

18th April

23rd April

26th April

27th April

Safawatul Farida Mir Arafatul Islam Aariz Mohammed Nibraj Nur Safwan Ahamed Amnan Midrar Awan Walid Hasnat Mustayeen Saifan Siddiguy Shehzad Zaif Azaan Syda Tuba Mim Wajiha Inara Shayan Bin Khaled Kazi Ahmad Nabi Md. Rainul Hossain Arshan Md. Intisar Ayrah Chowdhury Shahzaad Al Ayadh Naira Moon Nashad Rafsana Rasel Ruhi Jinnatun Alam Arbid Elham Chowdhury

Class-I

Danish Muhammad Md. Tazbid Hassan Labib Syed Inzamam Mohammad Siratu Mustakin Arosha Md. Ashrarul Hakim Sofia Saimon Rocio Mohammad Sharaheel Wadin Md. Zawad Ferdous Abtahi Tahmid Ador Chowdhury Amal Norah Tasnim Islam Roha Yamaan Bin Chowdhury Arfaan Abdullah Musaab Bin Rownak Md. Taseen Zaman Zunaina Kawnain Hooria Salman Zaker

1st February 2nd February 17th February 23rd February 2nd March 5th March 22nd March 23rd March 24th March 26th March 26th March 28th March 29th March 29th March 3rd april 14th April 18th April 20th April 21st April 25th April

8th March

9th March

20th March

22nd March

26th March

28th March

31st March

4th April

5th April

6th April

7th April

10th April

11th April

11th April

13th April

16th April

21st April

21st April

Class-II

Savig Siddigee 2nd February Ajeabah Anaya Uddin 3rd February Mahmood Afraaz Chowdhury 9th February 11th February Zunayra Mirza Shehzad Ullah Safwan 14th February Zafirah Hasib 15th February Ashraf Nur Md. Ibrar Uddin Alvina Rahman Muskan Naifah Noor Aroosh Maahir Afifa Hossain Mohammad Rafkatul Islam Rahil Fabiha Anbar Raisa Imam Mahamud Sharjeel Md. Ishraq Hasnat Aayan Syeda Adifaah Musaykah Arshva Islam Tirag Ahmed Sohan Samaira Hashem Zebunnessa Chowdhury Laibaah Mohammed Sajidul Islam **Bibi Yamina** Waziba Noor Nuhiya Arian Nawal Araf Fardin Hasan Bhuiyan Anaya Binte Tanvir Ashir Rayan Wasfee Abu Turaiya Nur Tana Md. Ahnaf Afraz Shayaan Ajmain Ahmad IIhan Raif Bin Safayet

16th February 21st February 24th February 24th February 28th February 1st March 10th March 11th March 12th March 21st March 23rd March 30th March 1st April 2nd April 3rd April 12th April 19th april 20th April 20th April 20th April 21st April 22nd April 23rd April 24th April 27th April 30th April

HAPPY Feb'2024 - May'202

Class: Three

Aflahtul Islam Ahil	2nd Feb
Adiyan Islam	3rd Feb
Ahnaf Rishan	6th Feb
Hamdan Mawahib	17th Feb
Mashnoon Aziz	3rd Feb
Tiham Rahman Tagore	5th Mar
Fatimaah Noreen	24th Mar
Anas Ahmed	24th Mar
Dhrubo Mitra	1st Apr
Rashid Iftekhar	3rd Apr
Ibadat Alam Ayaan	15th Apr
Anika Rabab	16th Apr
Marwa Muzdalifa Chowdhu	ry
16th Apr	
Md. Rokebul Hossain Taief	23rd Apr
Roozbah Rukayat Hakim	25th Apr
Ilmaira Khanam	25th Apr
Joyesh Barua	5th May
Samaira Islam	5th May
Ayman-Al-Ayaaz	7th May
Rikzan Kibria Iqra	9th May
Rumaila Tazmin Suha	10th May
Nuraj Samd Adyan	10th May
Issan Chowdhury	12th May
Yalmas Osman Aush	
13th May	440.84
Hafsah Ahmed	14th May
Sumaiya Aiman Maha	16th May
Inaya Rahaman Ayat	20th May
Fariba Tanzin Raaina	22nd May
Ishraq Manir	24th May
Uzair Ahmad Chowdhury	29th May

Class: Four

Rihul Jannat Tanha	5th Feb
Shehzaad Bin Tanvir	10th Feb
Adrita Mohajan	20th Feb
Khadija Islam Arova	24th Feb
Md. Shadman Hossain	24th Feb
Nur Aysha Habiba	27th Feb
,	2nd Mar
Farzeen Zoya Alam	3rd Mar
Adyan Zaman	
Manha Tabassum Chowdh	
Miskatul Jannah	16th Mar
Ahnaf Tazwar Rayan	20th Mar
Ain Alsaba Areeha	28th Mar
Mohammad Ahnaf Adil Ibrah	nim28th Mar
Mohammad Abu Tahnor Ta	aj.
29th Mar	
Nusrat Tamim Rimin	5th Apr
Zueria Nuraiz Aamilah	6th Apr
Sahira Hossain Eqra	9th Apr
Areeba Jahan	14th Apr
Zohaina naimah Yushra	19th Apr
Mohammad Azaan Halim	23rd Apr
Nabeeha Nahar	26th Apr
Md. Ajmain Adil	4th May
Mahera Rashid Adiba	14th May
Syed Muhammad Abtahi lo	
May	
Arash Islam	15th Mov
	15th May
Sayan Bin Aziz	17th May
Zarifa Afsheen	20th May
Saramat Binte Aziz	21st May
Saleha Abida Sahrin	23rd May
Nafis Sahadat Ithgun	30th May

Clocos Eive

1st Feb
9th Feb
11th Feb
12th Feb
14th Feb
15th Feb
20th Feb
21st Feb
1st Mar
6th Mar
7th Mar
7th Mar
9th Mar
9th Mar
19th Mar
26th Mar
28th Mar
29th Mar
3rd Apr
7th Apr
8th Apr
20th Apr
20th Apr
25th Apr
26th Apr
29th Apr
8th May
9th May
13th May
17th May
20th May
21st May
30th May
31st May
orotinity

Class: Six

Mohammad Sadib	2nd Feb
Tabassum Tahura Chowdhury	5th Feb
Ahmad Hakim Ali	7th Feb
Areeba Mehwish	9th Feb
Ruhaima Fatima Riyadh	13th Feb
Md. Adil Pasha	15th Feb
Aqsa Tasnim Chowdhury	17th Feb
Samarpita Supran	17th Feb
Md Wasif Al Ibaad	18th Feb
Imtehanul Bari Aiman	24th Feb
Areez Hafsa Kazmi	6th Mar
Syeda Shazmeen Sazzad	9th Mar
Mohammed Shaheer Quader	10th Mar
Najeeba Chowdhury	12th Mar
Shahira Rahman Soha	13th Mar
Mahadiya Rameen	15th Mar
Sana Warisha Haque	18th Mar
Tazrian Ali Khan	19th Mar

Arva Mahjabeen 20th Mar Hossain Mohd Sami 22nd Mar Abdullah - al - Mustakim 22nd Mar **Tunazzina Hossain** 22nd Mar Wania Rameen Khan 25th Mar 28th Mar Namirah Nur Syed Tawseef Alam 1st Apr Ayeshah Sarwa 4th Apr Mohammed Rizwan Chowdhury 6th Apr Md. Yasir Hasnat Aroosh 13th Apr Junaira Nur 15th Apr Shafinaz Bari 18th Apr Safwan Faruk Ebrar 19th Apr Fawzan Nur 30th Apr Yasin Mahmud Mirza 1st May Nuzhat Binte Nazmul 20th May Nawal Fatima Chowdhury 26th May Ulfat Binte Mobin 28th May Intisar Kabir 30th May

Class: Seven

Nuha Juwairiya Khandaker 3rd Feb Romena Akhter 10th Feb 18th Feb Ayanul Hoque 19th Feb Shurid Mahamud Ibtesham Arvin Ibne Minhaz 22nd Feb Jannatul Maowa Manvi 23rd Feb Azdi Tasawal Iram 23rd Feb Ayman Mohammad Harun 2nd Mar Saira Rahman 3rd Mar Wasifa Yeasmin Diya 4th Mar Alifa Salim Uddin 9th Mar Shahira Muniba 17th Mar Maheeba Mahreen 18th Mar Nafia Jannat 19th Mar Syed Ishrar Al Rahman 20th Mar Safwan Rahman Raif 22nd Mar Muktadir Hossain Nahian 26th Mar Ibtida Mahmud 27th Mar Arham UI Alam Ramin 6th Apr Mohammed Madni Zakaria 12th Apr Mohammed Nabid 13th Apr Naziha Monir Sohana 15th Apr Juhaina Ihsana 17th Apr Md. Saad Al Deen Chowdhury 18th Apr 20th Apr Daiyan Mahmud Fayaz Bin Shahid 23rd Apr Safwaan Yafi 29th Apr Arisha Mahreen 3rd May Afrin Chowdhury 5th May Ahanaf Habib Khan 6th May Md. Arafat Islam (Prince) 11th May Aftahi Mohammad Faruquee 17th May Mohammad Junayid Hassan 18th May Zuhayer Kabir 21st May Md. Nur Hossain Galib 25th May Afia Jahin Sultana 26th May Laaibah Sarrinah Islam 26th May Mohammad Saad Moinuddin 31st May

Class: Eight Abdullah Al Masud Wares 1st Feb Rohomun Kamal 3rd Feb Fatima Siddika Sarah 6th Feb Alveena Rumaysa 14th Feb Taosatul Jannat Afra 16th Feb Ishmam Tarif 18th Feb Nahiyan Hasan 18th Feb Teresa Rubaba Ahmed 20th Feb Aliza Hassan 23rd Feb Simra Kazi 1st Mar Zunairah Salsabeel 3rd Mar Ziyadul Alam Dobash 11th Mar Md. Uzair Hasan 18th Mar Ahnaf Shadman Chowdhury 29th Mar Abir Ibne Salim 29th Mar Syeda Tazkira Tazrin 30th Mar Abrar Hamim chowdhury 5th Apr Raaid Ahmed 9th Apr Rafat Islam Samin 10th Apr Asmee Mohajan 11th Apr Mohammed Yousuf Bin Ibrahim 11th Apr Muhaimin Awan 14th Apr Nuren Abtahe 16th Apr Sahajada Yeamin 17th Apr Jabir Ahamed Yasir 20th Apr Araf Awsaf Ahmed 20th Apr Maria Ahmed 21st Apr Azmian Yasin 27th Apr Syed Raeed Uzair 28th Apr Hasnainur Rahman Jadid Sikder 29th Apr Anogh Roy 3rd May Masnoon Ahmad 7th May Wosrat Jahan 9th May Adiat-ul Alam Chowdhury 10th May Zohair Yazan Rashid 11th May Sk. Md. Imrul Hague Sakkhor 13th May Tafannum Muntaha Taki 14th May Ayaz Chowdhury 17th May Alyna Ayshea Hossain 19th May Atqia Aiman Roudha 19th May Maymuna Fairooz 21st May Shehnaz Bari 22nd May Wasit Abdullah Mohiuddin 24th May Tahia Mantasha Chowdhury 26th May Tovesh Chakma 26th May Mohammad Jawad Mostafa 29th May Abdur Rehman Nur 30th May





Class: Nine

Mazreha Marzuka Wardah 4th Feb Irfath Hossain Nahim Chowdhury 5th Feb Md. Abraar Hossain 7th Feb Toinjiba khaled 8th Feb Humairaa 9th Feb Shahriar Islam 10th Feb Ahmad Al Adeeb 12th Feb Mhammad Ahsab Kamal Rihan 17th Feb Fabliha Anbar 18th Feb Waziha Binte Mahamud 21st Feb Quazi Rehnuma Tarannum 25th Feb Sabeeha Kadir Safwa 26th Feb Zahra Sharmin Igra 26th Feb Mohammed Bondhon Rahman Orko 28th Feb Adiba Afreen 1st Mar Tasfiha Labiba Lamia 2nd Mar 2nd Mar Aiman Hasan Sami Ayatun Binte Rashed 5th Mar Yezdan Nur Sarwar 6th Mar Fairuja Nakiba 9th Mar Sabra Mostafa 9th Mar Moazzam Saif Hossain Hamdan 9th Mar Md. Sadnan Chowdhury 9th Mar Alina Fatimah Mahmood 16th Mar Abvan Ashraf 21st Mar Syeda Ruhi Alam 24th Mar Abdul Hameed Khan 24th Mar Adham Abtahi Ibna Hashem 30th Mar Mohammed Ahnaf Rahman 2nd Apr Benezir Bahar 4th Apr Afeef Hossain 5th Apr Ayub Hossain 5th Apr Mohammad Jian 5th Apr Mohammed Awsaf Anas 9th Apr Tathoi Banik 12th Apr Ayska Taliha Noor 14th Apr Maliha Mostafa 15th Apr Azra Humaira Ishpita 20th Apr Eehaab Jaweed 23rd Apr Mashiyat Anan Taiyeba 28th Apr Jawadul Alam Arsun 2nd May 5th May Aisha Azibah Musthasan Alam 5th May Safwan Karim Siddique 8th May Khubaibul Islam Jarif 8th May Umair Irthiza Ishmam 11th May **Qurratul** Ayeen 16th May Safeerah Khan 18th May Subhana Radial Hasan 24th May Ayana Fareess 25th May Ahmed Ahnaf Yuhan 25th May Priati Dhar Purna 26th May Avub Hossain 5th Apr Mohammad Jian 5th Apr Mohammed Awsaf Anas 9th Apr Tathoi Banik 12th Apr Ayska Taliha Noor 14th Apr Maliha Mostafa 15th Apr Azra Humaira Ishpita 20th Apr Eehaab Jaweed 23rd Apr Mashiyat Anan Taiyeba 28th Apr Jawadul Alam Arsun 2nd May Aisha Azibah 5th May Musthasan Alam 5th May

8th May Safwan Karim Siddique Khubaibul Islam Jarif 8th May Umair Irthiza Ishmam 11th May **Qurratul** Ayeen 16th May 18th May Safeerah Khan Subhana Radial Hasan 24th May Avana Fareess 25th May Ahmed Ahnaf Yuhan 25th May Priati Dhar Purna 26th May

Class: X

Abdullah Md Ingiyad 2nd Feb Arowa Avesha Mahmood 6th Feb Rameen Hassan 7th Feb Nanziba Marzan 8th Feb Tabreesha Uddin 15th Feb Hein Zayar 17th Feb 18th Feb Afia Noor Samiha 20th Feb Md. Muntasir Azmain 22nd Feb Sehrose Islam Khan 23rd Feb Mugsidul Islam 25th Feb Mohammed Hafiz Ullah 25th Feb Shreyas Barua 1st Mar Ahmed Mashra Hamdan 3rd Mar Rumaisa Moin 5th Mar Zahra Mahdiya 9th Mar Mohammad Sawban Saifi Hanif 10th Mar Naznoor Khaled Chowdhury 10th Mar Esabah Radyah Islam 13th Mar Alia Azam 14th Mar Mohammed Adnan Aziz 15th Mar Rudshe Igbal 17th Mar Mumtasin Fuaad 17th Mar Jannatul Afra 18th Mar Tanvir Hasan Ramim 21st Mar Saidul Ibne Monir 22nd Mar Sabiah Islam 27th Mar Nusrat Jahan 29th Mar Jamila Rajshahi 4th Apr 6th Apr Sanjana Alam Noumi Wazia Tabrin Chowdhury 8th Apr 12th Apr Ashfigur Rahman Safat Rumaysa Binte Sajeed 19th Apr Tasrian Rahman Ahnaf 23rd Apr Zaria Subah Ulfat 23rd Apr Mohammed Jawad Tajwar Chowdhury 27th Apr Umme Saima 2nd May Waziha Parvin 2nd May Shahamat Mahmood Khan 3rd May Mishba Zakaria 6th May Sved Ranim Uddin 11th May Akib Khan 15th May Mohtasem Rahman 25th May Rumman Rahman 27th May Arish Ahmed 28th May Fajaz Hasan 28th May Md Muntasir Arefin Ainan 30th May

Class: AS

Shayan Abdullah Rahman 4th Feb Samin Safwan 5th Feb Mohammad 11th Feb SK Jezzbah Islam 16th Feb Syed Yameen Tazwar 17th Feb Saeed Avman Nazeeb 22nd Feb Md. Mehrab Ibn Jamal 28th Feb Mohammad Ifthekharul Amin 2nd Mar Ahmed Sadat Khan 3rd Mar Saima Imam Sumaiya 7th Mar Affan Zaveed 9th Mar Kazi Maimoona Alam 10th Mar Zareen Mobarak 11th Mar Israt Yousuf Toha 11th Mar Anisha Tahsin Chowdhury 20th Mar Anas Md. Ali Al-Maddani 22nd Mar Jarif Amin 23rd Mar Ahmad Yameen 26th Mar 28th Mar Tahmeed Jawad Rahman Debarpan Datta 30th Mar Saiba Sobhan Imran 3rd Apr Mishkat Ahmad 11th Apr Aziza Zuairiya Nowaz 19th Apr Zaima Jahan Akand 22nd Apr S. M Abeer Ullah 22nd Apr Imtiaz Hossain 3rd May Naima Humaira 4th May Sarah Zaynab Mahmood 13th May 17th May Touquir Wasit Adiba Karim Siddigua 29th May Ahnaf Tajwar 31st May

Class: A2

Mahmud Hasan Limon 2nd Feb Mohammed Hasnain Towsif 14th Feb Nazifa Afroz Nazim 15th Feb Faeeza Sanjid Shah 20th Feb Fabliha Anbar 25th Feb Nahiyan Afroz 3rd Mar Bibi Fatema 14th Mar Mohammed Wasif Asnan 17th Mar Tasnima Zannat 29th Mar Mohammad Ahanaf Kabir 29th Mar Ishtiag Mohammad Faisal 1st Apr Mushfiga Khan Fariha 3rd Apr Kashifa Kutub 3rd Apr Iftekhar Ali Siam 8th Apr 18th Apr Nafisa Hoque Huzaifa Abrar Ahmed 29th Apr Zawad Ahmed 1st May Syeda Anne Safa Adori 5th May Shamaya Shamim Rafa 6th May Zahra Shubarna 12th May 23rd May Mohammed Ayub Towfik Saraban Tahura 24th May Ahmed Farhan Wahed 25th May



Youtube

Email: aca	demy@presidency.ac.bd House # 51, Road # 2, Panchlaish R/A, Chattogram-4203, Bangladesh.
Middle School	Phone: 02333336545 House # 45, Road # 2, Panchlaish R/A, Chattogram-4203, Bangladesh. Phone: 02334455127
Junior School	House # 14, Road # 2, Katalgonj R/A, Chattogram-4203, Bangladesh. Phone: 02333336548
	cebook.com/pg/presidencyinternationals

YouTube://Presidency International School
https://twitter.com/Presidencybd